সমস্বর©

৮৯ তম সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২

তামাক কোম্পানির সিএসআর কর্মসূচি নিষিদ্ধকরণ ও আইন সংশোধন জরুরি

www.bata.net.bd

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের **মুখপত্র**

অন্যান্য পাতায় আছে .....

৯অক্টোবর জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস উদযাপন উপলক্ষে অবস্থান কর্মসূচি ও লিফলেট ক্যাম্পেইন

তামাক কোম্পানিতে সরকারের বিদ্যমান শেয়ার তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রধান প্রতিবন্ধকতা

বিএটিবি এর বোর্ড থেকে সরকারের সচিবদের দ্রুত বেরিয়ে আসা উচিত: পরিকল্পনা মন্ত্রী

তামাক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তরুণণদের সুরক্ষায় সকলের এগিয়ে আসতে হবে

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে পুলিশ প্রশাসন

সুনির্দিষ্ট করারোপ তামাক নিয়ন্ত্রণে বড় হাতিয়ার

বিইআর ও বিএনটিটিপি আয়োজিত রাজস্ব বিষয়ক ওয়েবিনার

রাজস্বনীতিতে জনস্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন

তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টাকে বিলম্বিত করছে কোম্পানি

তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা সভা

কক্সবাজার পৌরসভার উদ্যোগে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়, ব্যবহার ও প্রচারণা নিষিদ্ধ কার্যক্রম

বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ

বিভিন্ন জেলায় প্রশাসনের উদ্যোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মশালা

কিশোরগঞ্জ জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মশালা

উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির ত্রৈ-মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

<u>প্রবন্ধ</u>

তামাকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন ও ই-সিগারেট

নতুন মোড়কের পুরাতন বিষে আকৃষ্ট হচ্ছে তরুণ সমাজ

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি

সাইফুদ্দিন আহমেদ

সদস্য

হেলাল আহমেদ

আমিনুল ইসলাম বকুল

আর্থিক সহযোগিতায়:

The Union — International Union Against Tuberculosis and Lung Disease — Health solutions for the poor

মুদ্রণ: আইমেক্স মিডিয়া লিঃ

ফোন: +৮৮ ০১৯৭৭০১৪৪১২

সম্পাদকীয়

তামাক কোম্পানির উদ্দেশ্য ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন পরস্পর সাংঘর্ষিক

ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) তে বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষরকারী প্রথম দেশ। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদেও জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। এছাড়াও সরকারের পঞ্চম ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে তামাক নিয়ন্ত্রণকে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের সুরক্ষায় মহামান্য হাইকোর্ট এর নির্দেশনাতেও সরকারকে তামাকের বনিয়োগ হ্রাস করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ২০৪০ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার বাস্তবায়নেও আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের খসড়া প্রস্তাবনা অনুযায়ী তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি যুগোপযোগী না করা গেলে তামাক নিয়ন্ত্রণে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে না।

তামাক ব্যবহারের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে তামাকজনিত রোগের চিকিৎসা ব্যয় সরকারের একার পক্ষে বহন করা দু:সাধ্য হয়ে পড়বে। অথচ সরকার জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাক নিয়ন্ত্রণে ২০০৫ সালে আইন প্রণয়ন করলেও তামাক কোম্পানিগুলো আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়ে আইন লংঘন করে চলেছে। খুচরা সিগারেট ও তামাক কেনার সুবিধা থাকার কারণে, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুসারে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের গায়ে প্রদানকৃত ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী কাজে লাগছে না। এছাড়াও সিগারেট কোম্পানিগুলো এবং বিক্রেতারা প্যাকেটের গায়ে উল্লেখিত মূল্যের তুলনায় বেশি দামে বিক্রি করছে। ফলে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে। ধোঁয়াযুক্ত তামাকজাত দ্রব্যের পাশাপাশি ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য বিশেষ করে জর্দা এবং সাদাপাতার খুচরা বিক্রয় ও প্রাপ্যতা সহজ হওয়ায় ধোঁয়াবিহীন তামাকদ্রব্যকেও স্ট্যান্ডার্ট প্যাকেজিং ও করজালের আওতায় আনা জরুরি।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রস্তাবনায় লাইসেন্স ব্যতীত তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়, তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম এবং খুচরা বিক্রয় নিষিদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়গুলো অত্যন্ত যৌক্তিক। এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করা সম্ভব হলে তামাক নিয়ন্ত্রণে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অনেকটা অগ্রসর হওয়া যাবে। লাইসেন্সিং ব্যবস্থা যত্র-তত্র তামাক পণ্যের বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে মনিটরিং ব্যবস্থাও জোরদার করবে।

এছাড়াও ট্যাক্স বাড়ানোর বিষয়ে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচার করে আসছে বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলো। এ খাত থেকে টাকা আসলেও তামাকজনিত জনস্বাস্থ্যের ক্ষতির বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া যায় না। রাজস্ব আয় করতে সরকারকে নতুন খাতের খোঁজ করতে হবে।

ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার থাকায় তামাক কোম্পানির (বিএটিবি) বোর্ডে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ প্রতিনিধিত্ব করছেন। শেয়ার থাকার কারণেই একদিকে ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদনকারী তামাক কোম্পানিতে প্রতিনিধিত্ব সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করছে এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। অপরদিকে আইন ও নীতিতে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে।

তামাক কোম্পানিগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা এবং সর্বদা গণমাধ্যমগুলোতে আলোচনায় থাকা। সরকার যখন তামাক নিয়ন্ত্রণে কোনো পদক্ষেপ নেয় তখন সিএসআর এ ব্যয় বৃদ্ধি করে বিএটিবি। তামাক কোম্পানিগুলোর সরাসরি সিএসআর কর্মসূচি নিষিদ্ধ করে সেই অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়ে অন্য কোন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহারের বিধান করা হলে কোম্পানিগুলোর সরকার ও নীতি নির্ধারকদের প্রভাবিত করার অপপ্রচেষ্টা বন্ধ করবে। তামাক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুস্থ জাতি গড়ে তুলতে না পারলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করাও সম্ভব নয়। পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন সংশোধন করে অতি শীঘ্রই তা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দাবি জানাচ্ছি।

বিএটিবি এর বোর্ড থেকে সরকারের সচিবদের দ্রুত বেরিয়ে আসা উচিতঃ পরিকল্পনা মন্ত্রী

সমস্বর প্রতিবেদকঃ তামাক নিয়ন্ত্রণ ও সরকারের নীতিতে যেন কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ না হয় সেজন্য বিএটিবির বোর্ড থেকে সচিবদের দ্রুত বেরিয়ে আসা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এম. এ. মান্নান এমপি। গত ৩০ নভেম্বর ২০২২,পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এনইসি কনফারেন্স রুমে ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট ও ইনিশিয়েটিভ ফর পাবলিক হেলথ রিসার্চ এন্ড কমিউনিকেশন (আইপিএইচআরসি) এর যৌথভাবে আয়োজিত তামাক কোম্পানির সিএসআর : মিথ ও বাস্তবতা শীর্ষক এক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

মাননীয় মন্ত্রী এম. এ. মান্নান বলেন, যেখানে সরকার প্রধান পরিষ্কারভাবে তামাক মুক্ত করার ঘোষণা করেছেন সেখানে তামাক কোম্পানির প্রচারণা মেনে নেয়া যায় না। বিএটিবিতে সরকারের একেবারেই সামান্য শেয়ার আছে। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে যারা তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন তাদেরকে এখান থেকে বেরিয়ে আসার সেফ এক্সিট পয়েন্ট খুঁজে বের করতে সহায়তা করতে হবে। শেয়ার প্রত্যাহারের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তিনি অনুরোধ করবেন বলে জানান। নবম পঞ্চবার্ষিকীতে কীভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যায় সেটা নিয়েও সবাইকে ভেবে দেখতে হবে বলে তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

সভায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন তামাক নিয়ন্ত্রণ গবেষক ও একাত্তর টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা।'তামাক কোম্পানির সিএসআর, মিথ ও বাস্তবতা : বিএটিবি'র ১০ বছরের আর্থিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ' শীর্ষক গবেষণার ফল উপস্থাপনের সময় তিনি বলেন, বছরে মাত্র ৬ কোটি টাকা সিএসআর ব্যয় করে ফলাও করে প্রচার করে বিএটিবি। সরকার যখন তামাক নিয়ন্ত্রণে কোনো পদক্ষেপ নেয় তখনই সিএসআর এ ব্যয় বৃদ্ধি করে বিএটিবি। ইতোমধ্যে বিশ্বের ৬২টি দেশ সিএসআর নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশে তামাক কোম্পানি নামে বেনামে কৌশলে তারা সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় সংসদ সদস্য **ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী** (গাইবান্ধা-১) বলেন, আমি যেসব পলিসি নিয়ে কাজ করছি সেগুলো সরকারের জন্য খুবই দরকারি হলেও এসব খাতে তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। তামাকের বিরুদ্ধে আমাদের যে প্রচেষ্টা সেটা আসলে অসম যুদ্ধ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার যে ঘোষণা দিয়েছেন সেটা পূরণ করার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে সে বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্তে আসতে হবে । করোনার সময় স্বাস্থ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের মধ্যে যে মতানৈক্য আমরা দেখেছি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। একইসঙ্গে সরকারকে তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহর করে নিতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি) এর সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব) **হোসেন আলী খোন্দকার** বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নে এনটিসিসি ইতোমধ্যেই একটি রোডম্যাপ প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে। সরকারের সব প্রতিষ্ঠানের উচিত প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের তামাকমুক্ত দেশ গড়ায় সহায়তা করা।

অনুষ্ঠানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান **অধ্যাপক ড. নাসির উদ্দীন** আহমেদ বলেন, তামাক কোম্পানির রাজস্ব দেয়া নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি হয়। এ খাত থেকে টাকা আসলেও জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া যায় না। তামাকের বিকল্প খাত থেকে রাজস্ব আয় করতে সরকারকে নতুন খাতের খোঁজ করতে হবে।

এসময় আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্যা ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক এডভোকেট **সৈয়দ মাহবুবুল আলম তাহিন** বলেন, আমরা ট্যাক্স বাড়ানোর কথা বললে তামাক কোম্পানি নানা ধরণের বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচার করে। ট্যাক্স বাড়ালে সরকারের রাজস্ব কমে যাবে বলে এধরণের মিথ ছড়ালেও তাদের ব্যবসা প্রতিবছর বহুগুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

অন্যদিকে তামাক বিরোধী নারী জোটের নির্বাহী পরিচালক **ফরিদা আকতার** বলেন, তামাক কোম্পানি রাজস্ব ও সিএসআর নিয়ে নয়ছয় করে সেটা প্রমাণিত। তামাক কোম্পানিতে সচিবদের থাকা লজ্জাজনক। তিনি সরকারের কাছে শেয়ার প্রত্যাহার ও তামাক কোম্পানিতে সচিবদের নিয়োগ বন্ধ করার দাবি জানান।

ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস এর বাংলাদেশের হেড অব প্রোগ্রামস **শফিকুল ইসলাম** বলেন, বিএটিবির বোর্ডে বিভিন্ন সচিবকে দেখে আমি বিব্রত বোধ করেছি। কারণ সচিবরা বোর্ডে থেকে তামাক নীতিতে বড় ধরণের প্রভাব ফেলছে। ফলে অতি দ্রুত সচিবদের হস্তক্ষেপ বন্ধ হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির প্রকল্প পরিচালক **অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুকের** সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য দেন ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিসের কান্ট্রি ম্যানেজার নাসির উদ্দিন শেখ, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের প্রকল্প পরিচালক ইকবাল মাসুদ(স্বাস্থ্য সেক্টর) সহ তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞরা। এসময় অনুষ্ঠানে তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত অর্ধশতাধিক কর্মকর্তা, গণমাধ্যমকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

৯অক্টোবর জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস উদযাপন উপলক্ষে অবস্থান কর্মসূচি ও লিফলেট ক্যাম্পেইন

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ সংশোধন বিষয়ক সারাদেশের ৮টি বিভাগ ও ৩৫টি জেলার ৫০টি সহযোগী সংগঠনের সাথে সম্মিলিতভাবে ৫টি বিষয়ের উপর ("তামাক কোম্পানিগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হোক", "ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণের বিধান নিষিদ্ধকরণ", "তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হোক", "খুচরা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হোক" এবং "রাজস্ব আয় বিষয়ক তামাক কোম্পানির মিথ্যাচার বন্ধ হোক") অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের মাধ্যমে বাছাইকৃত সহযোগী সংগঠনগুলোর সাথে সম্মিলিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এ ক্যাম্পেইনটি আয়োজনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে। এর আগে বাছাইকৃত সংগঠনগুলো নিজ নিজ কর্ম এলাকায় অবস্থান কর্মসূচি আয়োজনের জন্য জুম সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে সংগঠনগুলোকে প্রশিক্ষণ ও গাইড লাইন প্রদান করে। একই সাথে নিয়মিত ৫০টি এলাকার সংগঠনসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং এবং সহযোগিতা প্রদান করে। নিম্নে জাতীয় তামাকমুক্ত দিবসকে ঘিরে এই অবস্থান কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তুলে ধরা হলো।

"খুচরা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হোক"

"খুচরা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হোক" শীর্ষক অবস্থান কর্মসূচির দাবিতে নওগাঁয় প্রজন্ম মানবিক অধিকার উন্নয়ন কেন্দ্র, পাবনায় শুচিতা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (শুচিতা), রাজশাহীতে বস্তি উন্নয়ন ও কর্ম সংস্থা (বউকস), সিরাজগঞ্জে ডেভেলপমেন্ট ফর ডিজএ্যাডভান্টেজ পিপল (ডিডিপি), চুয়াডাঙ্গায় প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, বাগেরহাটে অগ্রদূত, যশোরে প্রশিক্ষিত যুব কল্যাণ সংস্থা, সাতক্ষীরায় মৌমাছি, মেহেরপুরে সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়।

লাইসেন্সিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি

লাইসেন্সিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে ঢাকার “প্রত্যাশা” মাদক বিরোধী সংগঠন, রাজবাড়ীর ডাস-বাংলাদেশ, সমন্বিত প্রমিলা মুক্তি প্রচেষ্টা (এসপিএমপি), সাভারের সোস্যাল আপলিফটমেন্ট সোসাইটি (সাস), কিশোরগঞ্জের অর্গানাইজেশন অব এনভায়রনমেন্টাল পলুশন প্রিভেনশন প্রোগ্রাম(ওয়েপ), আত্ম উন্নয়ন সংস্থা (আউস), দিনাজপুরের মমতা পল্লী উন্নয়ন সংস্থা(এমপিউএস), চাপাইনবাবগঞ্জের স্বনির্ভর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (সাসাস) ঠাকুরগাঁওয়ের এসো জীবন গড়ি, ময়মনসিংহের সতিশা যুব ও কিশোর সংঘ এর উদ্যোগে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয় ।

“ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট স্থান বাতিল করা হোক”

“ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট স্থান বাতিল করা হোক” এই দাবিতে জামালপুরের সমাজ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র(এসপিকে), শেরপুরের এনাম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও সবুজ বাংলা গ্রামীন উন্নয়ন সংস্থা, সিলেটের ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস), সাতক্ষীরার যুগের যাত্রী, মৌলভীবাজারের ভিলেজ সোস্যাল ডেভলেপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ভিএসডিও), সুনামগঞ্জের স্বপ্নডানা এবং পল্লী উন্নয়ন ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা (পদ্মা), হবিগঞ্জের সেবা, চট্রগ্রামের হেলপ (কক্সবাজার) এর উদ্যোগে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয় ।

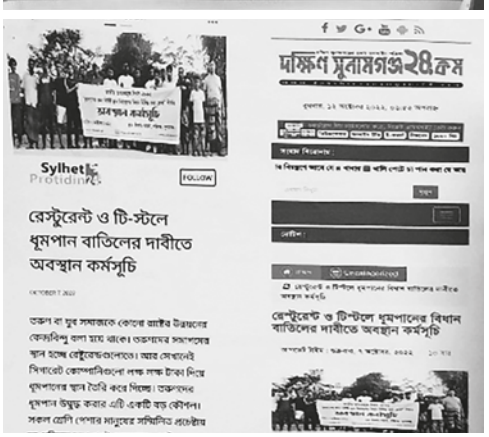

রাজস্ব আয় বিষয়ক তামাক কোম্পানির মিথ্যাচার বন্ধ হোক

রাজস্ব আয় বিষয়ক তামাক কোম্পানির মিথ্যাচার বন্ধের দাবি জানিয়ে মাদারীপরের প্রদেশ পল্লী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (প্রদেশ), নরসিংদীর পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (পিডিএস), সাভারের সোস্যাল আপলিমেন্ট সোসাইটি (সাস), মধুপুরের স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি গবেষণা উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, গোপালগঞ্জের থ্রী স্টার অর্গানাইজেশন , বরিশালের সততা ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, টার্গেট পিপলস ফর ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (টিপিডিও), পটুয়াখালীর আদর্শ মানবসেবা সংস্থা, বরগুনার ম্যান ফর ম্যান (এমএফএম), রাজশাহীর সামাজিক কল্যাণ সংস্থা , ঠাকুরগাঁও এর এসো জীবন গড়ি অবস্থান কর্মসূচি পালন করে ।

“তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হোক”

তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবিতে চাঁদপুরের কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (সিসিডিএস) ব্রাহ্মনবাড়িয়ার ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (ভিডিসি) , চট্টগ্রামের সংশপ্তক, উপকূল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, ফেনীর একতা মহিলা উন্নয়ন সমিতি (ইএমইউএস), সুনামগঞ্জের রুরাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন (আরডিএসএ), মেহেরপুরের শানঘাট পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (এস.পি.ইউ.এস), বাগেরহাটের কাড়াপাড়া নারী কল্যাণ সংস্থা, মাগুরার রুরাল ডেভেলপমেন্ট কনসার্ন (আরডিসি),যশোরের আমেনা ফাউন্ডেশন অবস্থান কর্মসূচি পালন করে।

তামাক কোম্পানিতে সরকারের বিদ্যমান শেয়ার তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রধান প্রতিবন্ধকতা

সমস্বর প্রতিবেদক: জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে গত ১৩ অক্টোবর ২০২২, শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা) সহ মোট ১২ টি সংগঠনের উদ্যোগে "তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রধান প্রতিবন্ধকতা" বিষয়ক একটি অবস্থান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উক্ত অবস্থান কর্মসূচিতে বলা হয়, সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গৃহীত জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রমসমূহকে ধারাবাহিতভাবে বাধাগ্রস্ত করছে তামাক কোম্পানিগুলো।

তামাক কোম্পানিগুলো এ ধরণের সুযোগ পাচ্ছে তার অন্যতম প্রধান কারণ তামাক কোম্পানিতে সরকারের বিদ্যমান শেয়ার। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিসের কান্ট্রি ম্যানেজার নাসিরউদ্দিন শেখ, এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প কর্মকর্তা আবু নাসের অনিক, বিএনটিটিপির প্রকল্প কর্মকর্তা ইব্রাহীম খলিল, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার অদূত রহমান ইমন, মানস এর প্রকল্প কর্মকর্তা আবু রায়হান, ডাস এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মোয়াজ্জেম হোসেন, কেএইচআরডিএস এর নির্বাহী পরিচালক সৈয়দা শামীমা সুলতানা, নবনীতা মহিলা কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক আতিকা হোসেন, ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (আইডিএফ) এর চেয়ারম্যান এস. এম. শফিউল আজম, টিসিআরসির প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফারহানা জামান লিজা, শিশুদের মুক্তবায়ু সেবন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো. সেলিম ও ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের হেড অব প্রোগ্রাম সৈয়দা অনন্যা রহমান।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী হেলাল আহমেদের সভাপতিত্বে এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের প্রকল্প কর্মকর্তা মিঠুন বৈদ্য এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটিতে বক্তারা বলেন, একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা তামাক কোম্পানিগুলোতে সরকারের বিদ্যমান শেয়ার। ধোঁয়াযুক্ত এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন অসংক্রামক রোগ ধীরে ধীরে মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তামাকের ভয়াবহতা থেকে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় সম্প্রতি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সংশোধনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো অতীতের ন্যায় এক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। উল্লেখ্য শুধু আইন সংশোধন নয়, ইতোপূর্বে তামাক নিয়ন্ত্রণে সহায়ক মাধ্যম যেমন কর বৃদ্ধি, আইন বাস্তবায়ন, সারচার্জ আরোপ, লাইসেন্সিং ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তামাক কোম্পানিগুলো নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। কোম্পানিগুলোর এধরনের কার্যক্রম সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করছে। দ্রুত তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিহতকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

উন্নত বিশ্বে তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার জন্য গ্রহণ করা হচ্ছে নানামুখী পদক্ষেপ। ডেনমার্কে ২০১০ সালে যারা জন্ম গ্রহণ করেছে তাদের কাছে সিগারেট বিক্রি করা বন্ধ হচ্ছে। ভুটান নিজ দেশে সিগারেট বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছে। থাইল্যান্ড তামাক কোম্পানির প্রভাব থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ সুরক্ষিত রাখতে ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) এর আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন করেছে। বাংলাদেশ তামাক নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করলেও তামাক কোম্পানির নীতিতে হস্তক্ষেপ বন্ধে সেভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে তামাক কোম্পানিগুলো ধারাবাহিকভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে আসছে। বর্তমান অবস্থায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনটি সংশোধন ও যুগোপযোগী করার পাশাপাশি তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহার এবং নীতিসমুহ সুরক্ষায় এফসিটিসির আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও নির্দেশিকা বাস্তবায়নের তাগিদ

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ২৬ অক্টোবর ২০২২, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার আলোকে তামাকমুক্ত

বাংলাদেশ গড়তে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকাসহ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন' বিষয়ক একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, এইড ফাউন্ডেশন এবং মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা (মানস) এ সভা আয়োজন করে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য) কাজী জেবুন্নেছা বেগম এর সভাপতিত্বে উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এর সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব) হোসেন আলী খোন্দকার, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নিলুফার নাজনীন, মানস এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ড. অরূপ রতন চৌধুরী, স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব মো. জসিম উদ্দিন প্রমুখ।

সভায় **কাজী জেবুন্নেছা বেগম** বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নে যে মনিটরিং কমিটি রয়েছে, সেটি কার্যকর করা প্রয়োজন। তামাক নিয়ন্ত্রণে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টদেরকে আরো এগিয়ে আসা উচিৎ বলে মন্তব্য করেন তিনি।

হোসেন আলী খোন্দকার বলেন, যে কোন ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক। তামাক নিষিদ্ধ দ্রব্য নয়, তাই এ ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে 'লাইসেন্স' এর আওতায় আনতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিকা প্রণয়ন একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব হচ্ছে এর বাস্তবায়নে কাজ করা। এটি বাস্তবায়িত হলে স্থানীয় সরকার বিভাগের কাছে তামাক বিক্রেতাদের ডাটাবেজ থাকবে যার মাধ্যমে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা সম্ভব হবে।

মুক্ত আলোচনায় আরও বক্তব্য রাখেন জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট এর পরিচালক (যুগ্মসচিব) মো. ইসরাত হোসেন খান, দ্যা ইউনিয়নের কারিগরী পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম ও কনসালটেন্ট মো.ফাহিমুল ইসলাম, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, নাটাব এর প্রোজেক্ট কোর্ডিনেটর একেএম খলিল উল্লাহ, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার অদূত রহমান ইমন, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটির এ বি কে রেজা প্রমুখ।

সভায় জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ-স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা-বাংলাদেশ, গাজীপুর ও নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, সাভার পৌরসভা, মিউনিসিপাল এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ও ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে মেয়র এলাইন্সের চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎ

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ২৪ অক্টোবর ২০২২, Mayor Alliance for Healthy Cities - MAHC এর চেয়ারম্যান, কক্সবাজার পৌরসভার সম্মানিত মেয়র জনাব মুজিবুর রহমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে

সাক্ষাত করেন। এ সময় তিনি অন্যান্য বিষয়ের সাথে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবগত করেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তরুণদের সুরক্ষায় সকলের এগিয়ে আসতে হবে

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ১ ডিসেম্বর ২০২২, লাইফস্টাইল হেলথ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন -স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোর আয়োজনে ঢাকা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সভাকক্ষে"Workshop on awareness building to stop tobacco consumption and substance abuse" শীর্ষক এক দিনের ১টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকার সিভিল সার্জন ডা. আবুল ফজল মো.সাহাবুদ্দিন খান এর সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এর যুগ্ম সচিব জনাব মো. আলমগীর হোসাইন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, মেডিকেল অফিসার ডা. মো.ওয়ালিউল্লাহ। উক্ত কর্মশালায় আরো উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. ইয়াসমিন নাহার, ১৬, ১৭ এবং ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নার্গিস মাহতাব, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর প্রতিনিধি, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, সাধারণ জনগণের প্রতিনিধি, ইমাম, পুরোহিত, শিক্ষক এবং সমাজের গণ্যমান্য ব্যাক্তিগণ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার মো. মহসিন মিয়া।

বক্তারা আগামী প্রজন্মকে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষিত রাখতে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহবান জানান। তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের উদ্যোগের প্রশংসা করে তারা বলেন তামাক নিয়ন্ত্রণে আমাদের অর্জন কম নয়। সরকার তার অবস্থান থেকে আইন প্রণয়ন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, সারচার্জ আরোপসহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ধোঁয়াবিহীন এবং ধোঁয়াযুক্ত সকল ধরণের তামাক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে হলে সকলকে যার যার অবস্থান থেকে এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি, সিভিল সোসাইটি, গণমাধ্যম সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ৩ অক্টোবর ২০২২, ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের উপর গুরুত্বারোপ করে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল ও ইসলামিক ফাউন্ডেশ যৌথ উদ্যোগে তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে আলোচনা করেন জনাব হোসেন আলী খোন্দকার, সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব), জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জনাব মো. ফাহিমুল ইসলাম, পরামর্শক, দ্যা ইউনিয়ন (যুগ্ম সচিব), দ্যা ইউনিয়নের কারিগরি উপদেষ্টা সৈয়দ মাহবুবুল আলম এবং এনটিসিসির প্রোগ্রাম অফিসার আমিনুল ইসলাম সুজন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে পুলিশ প্রশাসন

সমস্বর প্রতিবেদক: ২০৪০ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় অনুসারে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ। আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে পুলিশ প্রশাসন তামাক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করে গত ২০ অক্টোবর ২০২২, পুলিশ স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, টিসিআরসি এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট এর সম্মিলিত উদ্যোগে মিরপুর পুলিশ স্টাফ কলেজের সভাকক্ষে "তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে পুলিশের ভূমিকা" শীর্ষক একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

কর্মশালার উদ্বোধনী সেশনে উপস্থিত ছিলেন, পুলিশ স্টাফ কলেজ এর এসডিএস (ট্রেনিং), ড. এ এফ এম মাসুম রব্বানী এবং সিফগাত উল্লাহ (পিপিএম) পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)। ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচি প্রধান সৈয়দা অনন্যা রহমানের সঞ্চালনায় মূল কার্য অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এর সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত) সচিব হোসেন আলী খোন্দকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পুলিশ ষ্টাফ কলেজের পরিচালক (গবেষনা) মো.শাহজাহান পিপিএম (বার) এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দ্যা ইউনিয়ন এর কারিগরি পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম। বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ও টিসিআরসির প্রকল্প পরিচালক মো.বজলুর রহমান।

আগামী দিনে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি পুলিশ প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করা হবে বলে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি অধূমপায়ীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় শক্তিশালী একটি হাতিয়ার। সংশোধিত আইনে পুলিশকে যথাযথভাবে ক্ষমতা দেবার বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়ে আলোচকবৃন্দ বলেন এককভাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষে তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে পারস্পারিক সমন্বয় তামাক নিয়ন্ত্রণে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে। নিজেদের সুরক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, রেল মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছে। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা প্রসংশনীয়। বক্তারা বিগত দিনে তামাক নিয়ন্ত্রণে পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করে পুলিশের বিভিন্ন ট্রেনিংয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি যুক্ত করার অভিমত ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ পুলিশের সম্পৃক্ততা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নকে আরো গতিশীল করবে। বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সংশোধনের যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সেটি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। আইন শক্তিশালী করার পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলন জোরদার করা প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে মুক্ত আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণ করেন এনএসআই এর যুগ্ম পরিচালক আবদুল্লাহ হাসান রফিক, হাইওয়ে পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি মোছা. ফরিদা ইয়াসমিন এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের প্রতিনিধি মো. সেলিম।

সুনির্দিষ্ট করারোপ তামাক নিয়ন্ত্রণে বড় হাতিয়ার

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ১৬ নভেম্বর ২০২২, জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মিয়া হলে 'তামাক কোম্পানির বহুল প্রচারিত রাজস্ব মিথ এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণ' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন ও ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট সম্মিলিতভাবে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, সব ধরণের তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ করা হলে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণে বড় ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে। অন্যদিকে রাজস্ব ফাঁকি রোধ করতে সিগারেটের খুচরা শলাকা বিক্রি বন্ধের পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী অতিদ্রুত একটি শক্তিশালী জাতীয় তামাক করনীতি প্রণয়ন করতে হবে।

বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ডিপার্টমেন্ট অব ইপিডেমিওলজি এন্ড রিসার্চ বিভাগের গবেষক ডা.মাহবুব সোবহান। গণমাধ্যমকর্মীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, দ্যা ইউনিয়নের কনসালটেন্ট ফাহিমুল ইসলাম, ভাইটাল স্ট্রাটেজিসের কান্ট্রি ম্যানেজার মো. নাসির উদ্দিন শেখ, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস খান, ডব্লিউবিবি ট্রাস্টের পরিচালক গাউস পিয়ারী ও কর্মসূচি প্রধান সৈয়দা অনন্যা রহমান। এছাড়া বিভিন্ন গণমাধ্যমের অর্ধশতাধিক সাংবাদিকবৃন্দ ও তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের প্রায় অর্ধশতাধিক প্রতিনিধিগণ সংবাদ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে মূলত দুইটি বিদেশী কোম্পানি দেশের তামাক ব্যবসার সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই কোম্পানিগুলো তাদের বাণিজ্য প্রসারের জন্য আমাদের দেশকে বেছে নিয়েছে। তারা শুধু এদেশ থেকে লভাংশ্যই নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ দেশে তামাকজনিত রোগের ব্যয়, রোগাক্রান্ত ব্যক্তি এবং যে অর্থনৈতিক ক্ষতি, পরিবেশের ক্ষতি, তামাক চাষের কারণে অন্যান্য ক্ষতির দায় কোনভাবেই তারা নেয় না। সুতরাং আমাদের তামাকের মত ক্ষতিকর পণ্যের পরিবর্তে স্বাস্থ্যকর পণ্য ক্রয় করতে মানুষকে উৎসাহিত করতে পদক্ষেপ নিতে হবে। তারা আরও বলেন, সরকার এবং তামাক কোম্পানির লক্ষ্য সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। সরকার ২০৪০ সালে মধ্যেই দেশকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করছে এবং অপর দিকে তামাক কোম্পানিগুলো প্রতিনিয়ত তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে ধূমপায়ী শ্রেণি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে। সরকারের উদ্দেশ্য সংবিধানের দায়বদ্ধতা, জনস্বাস্থ্য রক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যয় কমানো অথচ তামাক কোম্পানির লক্ষ্য মুনাফা অর্জন।

রাজস্ব নিয়ে তামাক কোম্পানির মিথ নিয়ে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের অতি প্রচলিত একটি মিথ হলো তামাক কোম্পানিগুলো বিশেষ করে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি সরকারকে সর্বোচ্চ পরিমাণ ট্যাক্স দেয়। অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তামাক খাত থেকে অর্জিত রাজস্বের সিংহভাগ (২২ হাজার ৬৩০ কোটি টাকা) আসে এই কোম্পানি থেকে। কিন্তু এই বিশাল অংকের রাজস্বের ৯৪ শতাংশেরও অধিক আসে জনগণের ভ্যাট থেকে। ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি দেয় মাত্র ৮১৬ কোটি টাকা। সুতরাং বহুদিন ধরে ভোক্তাদের প্রদত্ত ভ্যাটকেও তামাক কোম্পানি তাদের প্রদত্ত রাজস্ব বলে চালিয়ে আসছে। এছাড়া ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি বছর তামাক খাত থেকে সরকারের উপার্জিত রাজস্বের বিপরীতে তামাকজনিত রোগের চিকিৎসা বাবদ সরকারের ব্যয় হয় ৭.৫ হাজার কোটি টাকার অধিক।

তারা আরও বলেন আগামী অর্থবছর থেকে তামাকজাত পণ্যের মূল্য ও সুনির্দিষ্ট কর আরোপ হলে সরকার অতিরিক্ত ৯ হাজার কোটি টাকার অধিক রাজস্ব আয় করতে সক্ষম হবে। পণ্যের উপর সুনির্দিষ্ট করারোপের বিধান বাংলাদেশে নতুন কিছু নয়। ব্যাগেজ বিধিমালা- ২০১৬ অনুযায়ী বাংলাদেশের বাইরে থেকে বেশ কয়েকটি পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য ব্যাতিরেকে শুধুমাত্র পরিমাণের উপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের বিধান রয়েছে। মোবাইল সিম এর ক্ষেত্রেও এ বিধান বিদ্যমান। সিগারেটের প্যাকেটে মুদ্রিত খুচরা মূল্যের পূর্বে বা পরে সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন শব্দটি উল্লেখিত না থাকায় এবং খুচরা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের সুযোগ নিয়ে স্থানভেদে পণ্যের মোড়কে মুদ্রিত মূল্যের থেকে অধিক মূল্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় হচ্ছে। এই অতিরিক্ত মূল্যের উপর কোনো প্রকার কর ধার্য না হওয়ায় কারণে সরকার প্রতিবছর প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে বলেও সংবাদ সম্মেলনে বিশেষ উল্লেখ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর কাঠামো প্রণয়ন, তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ও শক্তিশালী জাতীয় করনীতি প্রণয়ন, তামাকের ওপরে নির্ভরশীলতা কমিয়ে কর আদায়ের অন্যান্য শক্তিশালী মাধ্যম খুঁজে বের করা, মূল্যস্তর এর সংখ্যা ৪টি থেকে কমিয়ে ২টি করা, খুচরা শলাকা বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ, কর আদায় ব্যবস্থা আধুনিকায়ন এবং সকল প্রকার ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্য, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমুহকে রেজিস্ট্রেশন ও করের আওতায় আসার সুপারিশ করা হয়।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর সমন্বয় সভা

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ৩ অক্টোবর ২০২২, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ৯ অক্টোবর সারাদেশে জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস উদযাপন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন, তামাক কোম্পানির প্রভাব প্রতিহতকরণ এবং আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রধান প্রতিবন্ধকতা তামাক কোম্পানির প্রভাব। বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে এ বছর জাতীয় তামাকমুক্ত দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারন করা হয়েছে "তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহার করা হোক"। সভা থেকে সকলকে জাতীয় তামাকমুক্ত দিবসে কর্মসূচি পালনের আহবান জানানো হয়।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, মো. বিল্লাল হোসেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন "প্রত্যাশা" মাদক বিরোধী সংগঠন এর সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, ডাস-বাংলাদেশ এর সভাপতি, অধ্যাপক মো. আমিরুল ইসলাম লিন্টু , আলো স্বেচ্ছাসেবী পল্লী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ফিরোজ আহমেদ, ডিডিপি এর নির্বাহী পরিচালক কাজী সোহেল রানা, বস্তি উন্নয়ন ও কর্ম সংস্থা (বউকস) এর নির্বাহী পরিচালক, হাসিনুর রহমান, প্রজন্ম মানবিক অধিকার উন্নয়ন কেন্দ্রের সভাপতি, আব্দুর রহমান রিজভী, মৌমাছি এর নির্বাহী পরিচালক, সুশান্ত মল্লিক, সোশ্যাল ওমেন অর্গানাইজেশন ফর ভিলেজ এ্যাডভান্সমেন্ট (সোভা) এর নির্বাহী পরিচালক, মো. আনোয়ার উল আজাদ, নবনীতার নির্বাহী পরিচালক আতিকা হোসেন, এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প পরিচালক শাগুফতা সুলতানা, কেরানীগঞ্জ হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সভাপতি খন্দকার ফজিলাতুন নেছা, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের হেড অব প্রোগ্রাম সৈয়দা অনন্যা রহমান, নাটাব এর প্রকল্প সমন্বয়কারী, এ কে এম খলিল উল্লাহ, ডাস এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মোয়াজ্জেম হোসেন টিপু, টিসিআরসি (ডিআইইউ) এর প্রোজেক্ট ম্যানেজার ফারহানা জামান লিজা, ডাস এর কর্মকর্তা মো. আসরার হাবীব নিপু, বিইআর এর প্রোজেক্ট অফিসার, ইব্রাহিম খলিল এবং ফাতেমা কাশফি, গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটির প্রোগ্রাম অফিসার, মো.আলমগীর, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রকল্প কর্মকর্তা সামিউল হাসান সজীব ও সাবিনা ইয়াসমিন খান, নেটওয়ার্ক অফিসার আজিম খান, সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা নাজমুন নাহার ও ট্রিজা কৃষ্ণা গমেজ।

তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন পরস্পর বিরোধী- ওয়েবিনারে বক্তারা বলেন

সমস্বর প্রতিবেদক: তামাকজাত পণ্যের কর বৃদ্ধি প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে মূল প্রতিবন্ধকতা তামাক কোম্পানিতে সরকারের বিদ্যমান শেয়ার। কোম্পানি কর্তৃক বহুল প্রচারিত মিথ্যাচার ও তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের বিষয়ে তথ্য উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে গত ১৯ অক্টোবর ২০২২, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের উদ্যোগে "তামাক কর ও কোম্পানির হস্তক্ষেপ" শীর্ষক একটি ওয়েবিনার আয়োজন করা হয়। উক্ত ওয়েবিনারে উপস্থিত ছিলেন, দ্যা ইউনিয়ন (যুগ্মসচিব) এর কনসালটেন্ট মো. ফাহিমুল ইসলাম, ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস এর কান্ট্রি ম্যানেজার (বাংলাদেশ) নাসির উদ্দীন শেখ, অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরোর প্রকল্প ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন এর সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যুরো অফ ইকোনোমিক রিসার্চ এর প্রকল্প কর্মকর্তা ইব্রাহীম খলিল। ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের হেড অব প্রোগ্রাম সৈয়দা অনন্যা রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রকল্প কর্মকর্তা মিঠুন বৈদ্য।

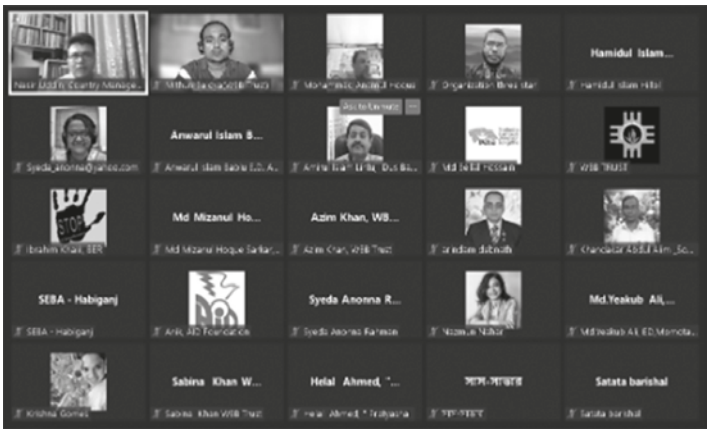

সভায় উপস্থিত আলোচকরা বলেন, ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুত বাস্তবায়ন এবং এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রধান প্রতিবন্ধকতা তামাক কোম্পানিতে সরকারের বিদ্যমান অংশীদারিত্ব। সিগারেটসহ সকল ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য যেমন: জর্দা, গুল এর উপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। অতি সম্প্রতি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের খসড়া প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে বহুজাতিক তামাক কোম্পানি। তামাক কোম্পানির বহুল প্রচারিত মিথ্যাচার "তামাকের উপর কর বাড়ালে সরকারের রাজস্ব আয় কমে যাবে"। অথচ তামাকজাত দ্রব্য থেকে অর্জিত রাজস্বের পরিমাণ তামাকের কারণে সৃষ্ট রোগের চিকিৎসা ব্যয় অপেক্ষা অনেক কম। সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে হস্তক্ষেপের মাধমেই তামাক কোম্পানিগুলো তাদের এ অবৈধ ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখতে চায়। সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রণালয়ে কোম্পানি কর্তৃক অবৈধ হস্তক্ষেপের ফলে বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠনের নিরন্তর দাবি সত্ত্বেও তা আলোর মুখ দেখতে পারছেনা। এছাড়াও কর বৃদ্ধির মাধ্যমে যেসব দেশে কর বৃদ্ধি পেয়েছে তামাক ব্যবহারের মাত্রা সেখানে তুলনামূলক কম। সচেতনতা বাড়ার সাথে সাথে জরুরি নীতি প্রণয়ন, নীতি সংস্কার ও নীতির বাস্তবায়ন প্রয়োজন। পরিশেষে বক্তারা তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে আরও ফলপ্রসু করতে সরকারের আইন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে আরো শক্তিশালী করার প্রতি জোর দাবি জানান।

উক্ত ওয়েবিনারে প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, থ্রী স্টার অর্গানাইজেশন, ডেভেলপমেন্ট ফর ডিজএ্যাডভান্টেজড পিপল (ডিডিপি), ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (ভিডিসি), সততা ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, সেবা, টিপিডিও, সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, এসো জীবন গড়ি, চাঁদপুর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (সিসিডিএস), মমতা পল্লী উন্নয়ন সংস্থা, ডাস-বাংলাদেশ, শানঘাট পল্লী উন্নয়ন সংস্থা, সবুজবাংলা গ্রামীন উন্নয়ন সংস্থা, কেরাণীগঞ্জ হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, পিপলস ডেভেলপমেন্ট সোসাইটিসহ (পিডিএস) এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত আরও বেশ কয়েকটি সংগঠনের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

রাজস্বনীতিতে জনস্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন

সমস্বর প্রতিবেদক: ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তরুণ প্রজন্মকে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার থেকে দূরে রাখা জরুরি। তামাকজাত দ্রব্যের উপর অব্যাহতভাবে কর বৃদ্ধি তরুণ সমাজকে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার থেকে নিয়ন্ত্রণের অন্যতম প্রধান কার্যকর উপায় হিসাবে বিবেচিত।

পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট কর আরোপের বিধান বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে এবং কর ফাঁকি রোধ হবে। উপরোক্ত বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে গত ২৫ অক্টোবর ২০২২, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের কনফারেন্স রুমে স্বাস্থ্যঅর্থনীতি ইউনিট, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট এর উদ্যোগে ''তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট করারোপের প্রয়োজনীয়তা'' শীর্ষক একটি পরামর্শমূলক সভার আয়োজন করা হয়েছে। সভায় তামাকের উপরে নির্ভরশীলতা কমিয়ে রাজস্ব আয়ের জন্য অন্যান্য মাধ্যম খুঁজে বের করার আহবান জানানো হয়।

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট এর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মো. এনামুল হক এর সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. নাজমুল হোসেন। সভায় স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্যঅর্থনীতি ইউনিট এর পরিচালক (গবেষণা) সৈয়দা নওশীন পর্ণিনী। উক্ত সভার উন্মুক্ত আলোচনাপর্বে সম্মানিত অতিথি এবং বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব) হোসেন আলী খোন্দকার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসিরুদ্দীন আহমেদ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দ্বিতীয় সচিব কাজী রেজাউল হাসান, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ, দ্যা ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম এবং ৭১ টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা। এছাড়া সভায় উন্নয়ন সমন্বয়, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি), STOP, ডেভেলপমেন্ট এক্টিভিটিস অব সোসাইটি (ডাস), প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন, নাটাব, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টাকে বিলম্বিত করছে কোম্পানি

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ৩১ অক্টোবর ২০২২, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাব এর তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে "তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রধান অন্তরায় কোম্পানির হস্তক্ষেপ" শীর্ষক এক

মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় বক্তারা বলেন, তামাকের ভয়াবহতা বিবেচনায় নিয়ে সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন বাস্তবায়ন ও নীতিগুলো শক্তিশালীকরণসহ ধারাবাহিক ও বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ এই যে, সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণে বহুবিধ ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তামাক কোম্পানিগুলো দীর্ঘদিন ধরে আইন বাস্তবায়ন ও সহায়ক নীতি প্রণয়নে অন্যায়ভাবে প্রভাব বিস্তার করে আসছে। যা জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় বাস্তবায়নে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা) এর উপদেষ্টা এবং বাংলাদেশ জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি (নাটাব) এর সভাপতি ও মোজাফফর হোসেন পল্টু। অনুষ্ঠানে "দ্যা ইউনিয়ন" এর সহায়তায় জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সহায়ক নীতি প্রণয়নে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের বিগত এক বছরে (সেপ্টেম্বের, ২০২১- সেপ্টেম্বের, ২০২২) তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত গবষেনা এবং"ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ ইন্ডিয়া" এর 'ইন্টারফেয়ারন্স বাই বিগ টোব্যাকো এন্ড এফিলিয়েটস ইন টোব্যাকো কন্ট্রোল ইন সাউথ এশিয়া শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের হেড অব প্রোগ্রাম সৈয়দা অনন্যা রহমান এর সঞ্চালনায় উক্ত আলোচনা সভায় প্রথম প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন নাগরিক টিভির চিফ রিপোর্টার শাহনাজ শারমিন, শেয়ার বিজ এর সিনিয়র রিপোর্টার মাসুম বিল্লাহ এবং দ্বিতীয় প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রকল্প কর্মকর্তা সামিউল হাসান সজীব ও আরিফ হোসেন। বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস এর হেড অব প্রোগ্রাম মো. শফিকুল ইসলাম, দৈনিক শেয়ার বিজ করচা এর সম্পাদক মীর মনিরুজ্জামান, একাত্তর টেলিভিশন এর সিনিয়র রিপোর্টার সুশান্ত সিনহা, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ এবং ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের পরিচালক গাউস পিয়ারী।

জনাব **হোসেন আলী খোন্দকার** বলেন, খুচরা বাজারে তামাকজাত দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণহীন সরবরাহ এবং কোম্পানির হস্তক্ষেপ তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রধান প্রতিবন্ধকতা। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে এতোদিন কোম্পানি তামাক নিয়ন্ত্রণে যে বাধার সৃষ্টি করছিলো তা সমাধানে বর্তমানে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন প্রস্তবনাটি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। **সুশান্ত সিনহা** বলেন তামাক কোম্পানিতে সরকারের কয়কেজন উচ্চ পর্যায়ের আমলা থাকায় নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে তাদের হস্তক্ষেপের সুযোগ থেকে যায়। তামাক চাষের জমির জন্য বাধ্যতামূলক ভূমিকর এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা র্কমসূচি (সিএসআর) এর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতি থাকা প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করনে। জনাব **মোজাফফর হোসেন পল্টু** বলেন, সমগ্র পৃথিবীর ক্রান্তিকালীন সময়ে সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষ থেকে বাংলাদেশকে রক্ষায় তামাক চাষের বিপরীতে অন্যান্য শাক সবজি চাষে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তামাক নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি তামাকের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতির সঠিক তথ্য গণমাধ্যমগুলোতে বেশি বেশি প্রচার করতে হবে। উক্ত সভায় সিটিএফকে, এইড ফাউন্ডেশন, নাটাব, ডব্রপ, টিসিআরসি, গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটি, নারীপক্ষ, শিশুদের মুক্ত বায়ু সেবন, ডাস, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, নাফস, দিশারী, প্রজ্ঞাসহ একাধিক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ব্যক্তিত্বগণ উপস্থিত ছিলেন।

দ্রুত আইন সংশোধনের আহবান জানিয়ে ক্যাম্পেইন

সমস্বর প্রতিবেদক: বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর উদ্যোগে গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২২, আইডিবি ভবনের বিসিএস কম্পিউটার সিটিতে দেশের বৃহত্তম কম্পিউটার মেলায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও

জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "তরুণদের রক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও দ্রুত সংশোধনের আহবান" শীর্ষক একটি ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়।

উক্ত ক্যাম্পেইনে বক্তারা বলেন, বিসিএস কম্পিউটার সিটি শুধুমাত্র একটি শপিং কমপ্লেক্সই নয় বরং এটি দেশের আইটি শিল্পের অন্যতম কেন্দ্রস্থল। উক্ত মেলায় সারাদেশ থেকে বহু মানুষ ইলেকট্রনিক পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে একত্রিত হবেন। যেখানে বিভিন্ন বয়সের নারী, শিশু, তরুণসহ অনেক অধূমপায়ী মানুষের সমাগম ঘটবে। কিন্তু শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভবনটি আইনানুযায়ী ধূমপানমুক্ত হলেও কোনো ধূমপায়ীর কারণে জনস্বাস্থ্য যেন ঝুঁকির সম্মুখীন না হয় সে বিষয়টিতে বিশেষ নজরদারী রাখা প্রয়োজন। এছাড়াও ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ,২০১৩ এর সংশোধনী প্রস্তাবনা অনুসারে ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট স্থান নির্মাণ বাতিল, খুচরা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ, তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ে বাধ্যতামূলক লাইসেন্সিং ব্যবস্থা, বিক্রয়স্থলে তামাক পণ্যের প্রদর্শন বন্ধ, রাজস্ব আয় বিষয়ক তামাক কোম্পানির মিথ্যাচার, তামাক কোম্পানির সিএসআর নিষিদ্ধকরণ, সচিত্র সতর্কবার্তার আকার বৃদ্ধি বিষয়ে মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মাঝে লিফলেটও বিতরণ করা হয়।

উক্ত ক্যাম্পেইনে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের পাশাপাশি একটিভ সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, ডাস্, আইডিএফ ও ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। ক্যাম্পেইনটি মেলা চলাকালীন সময়ে জনসমাগমস্থলটিকে ধূমপানমুক্ত রাখার পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বিএনটিটিপি ও বিইআর এর উদ্যোগে রাজস্ব বিষয়ক ওয়েবিনার

সমস্বর প্রতিবেদকঃ গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর)ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি)এর উদ্যোগে 'রাজস্ব হারানোর জুজুর ভয়, তামাক কোম্পানির পুরনো অস্ত্র ও বাস্তবতা' শীর্ষক একটি ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয় ।

ওয়েবিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন একাত্তর টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি ও তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষক সুশান্ত সিনহা এবং বিএনটিটিপি এর প্রজেক্ট ম্যানেজার হামিদুল ইসলাম হিল্লোল। ওয়েবিনারে প্যানেল

আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উন্নয়ন সমন্বয়ের ডিরেক্টর রিসার্চ আব্দুল্লাহ নাদভী, দৈনিক শেয়ার বিজ পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার রহমত রহমান ও ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেলের সহযোগী অধ্যাপক ও প্রকল্প পরিচালক মো. বজলুর রহমান। ওয়েবিনারটি সঞ্চালনা করবেন বিএনটিটিপি'র প্রজেক্ট অফিসার ইব্রাহীম খলিল।

ওয়েবিনারে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞরা বলেন সরকারের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেয়ার পর থেকেই তামাক কোম্পানিগুলো আইন সংশোধনের উদ্যোগকে বিতর্কিত করতে নানা ধরনের প্রচারণা শুরু করেছে। বরাবরের মত তারা, 'আইন সংশোধন হলে রাজস্ব কমে যাবে' এমন ভয় দেখাতে শুরু করেছে। ২০০৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ এবং ২০১৩ সালে আইনটি সংশোধনের সময়ও তারা একই ধরনের প্রচারণা চালায়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, গত ১০ বছরে তামাক খাত থেকে সরকারের রাজস্ব ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আইন প্রণয়নের ফলে তামাক ব্যবহারের হার কমলেও রাজস্ব আয় কখনোই পূর্বের বছরের তুলনায় কমেনি। বিএনটিটিপি এর প্রজেক্ট অফিসার ইব্রাহীম খলিলের সঞ্চালনায় ওয়েবিনারে ভাইটাল স্ট্রাটেজিস এর কান্ট্রি ম্যানেজার নাসির উদ্দীন শেখসহ তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ, উন্নয়নকর্মী ও সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতির সাথে মতবিনিময় সভা

সমস্বর প্রতিবেদকঃ গত ৭ ডিসেম্বর ২০২২, বিসিএস কম্পিউটার সিটি

কমিটির কার্যালয়ে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের একটি প্রতিনিধিদল সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন এর সাথে দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এগিয়ে নেবার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করে। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক জিএস আজিম উদ্দিন আহমেদ।

তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের নজরদারি বাড়ানোর আহবান

সমস্বর প্রতিবেদকঃ বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা), এইড ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি (নাটাব) ও গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি সম্মিলিত উদ্যোগে গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২২, Sharing Experience on Tobacco Vendor Licensing & TAPS Ban Violation শীর্ষক অভিজ্ঞতা বিনিময় বিষয়ক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। রাজধানীর রায়ের বাজারে ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর সভা কক্ষে উক্ত সভার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প পরিচালক শাগুফতা সুলতানা। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়ক ও স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হোসেন আলী খোন্দকার, স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্মসচিব মো. জসিম উদ্দিন, মেয়র এলাইন্স ফর হেলদি সিটির চেয়ারম্যান ও কক্সবাজার পৌরসভার মেয়র জনাব মুজিবুর রহমান, কো-চেয়ারম্যান ও সাভার পৌরসভার মেয়র জনাব হাজী মো. আব্দুল গণি এবং সাধারণ সম্পাদক ও ধামরাই পৌরসভার মেয়র জনাব গোলাম কবির। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন, গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটির পরিচালক জনাব খন্দকার রিয়াজ আহমেদ, নাটাবের প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব খলিল উল্লাহ, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের হেড অব প্রোগ্রাম সৈয়দা অনন্যা রহমান, দ্যা ইউনিয়নের প্রতিনিধি ফাহমিদা ইসলাম। এছাড়া অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, তামাক পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ওপর ব্যাপকভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। মানুষের মৃত্যু অর্থনৈতিক ক্ষতি কমিয়ে আনতে হলে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নিতে হবে। তামাকজাত দ্রব্য, তামাক উৎপাদন ও বিক্রয় চেইন, তামাক চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সরকারের নজরদারির মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। তাহলেই কেবল তামাকের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসবে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনকে এগিয়ে নিবে।

তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সভা

সমস্বর প্রতিবেদক: আগামী প্রজন্মকে তামাক ও ই-সিগারেটের ভয়াল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে ই-সিগারেটের আমদানি, বিপনন ও বিক্রয় বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তিঘোষ। গত ১ ডিসেম্বর ২০২২, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভায় এসব কথা জানান তিনি।

এসময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ জানান, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে 'অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের তালিকা' থেকে সিগারেটকে বাদ দিতে কমিটি গঠন করেছে। অনতিবিলম্বে এটি বাস্তবায়িত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অন্যদিকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধিত খসড়া যথাযথ ও যুগোপযোগী হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ফোরামে এই আইনটির পক্ষে তিনি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি আরও বলেন, সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন একযোগে কাজ করলে ২০৪০ সালের আগেই তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠন করা সম্ভব।' অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ব স্বাস্থ্য) কাজী জেবুন্নেছা বেগম। পাবলিক প্লেসে ধূমপানের ফলে পরোক্ষ ভাবে ক্ষতির শিকার হচ্ছে নারী ও শিশুরা। তিনি আরো বলেন, সর্বোচ্চ রাজস্ব প্রদানকারী হিসেবে তামাক কোম্পানিগুলোকে এখনও সম্মাননা প্রদান করা হয়, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

আলোচনা সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হোসেন আলী খোন্দকার, ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস এর বাংলাদেশের হেড অব প্রোগ্রাম মো. শফিকুল ইসলাম। তারা বলেন, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অধিকতর সংশোধনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত খসড়া আইনটি দ্রুত পাশ করে এর বাস্তবায়ন না করা হলে, আগামী প্রজন্ম আরও বেশি ধূমপানে আসক্ত হয়ে পরবে যা দেশ ও জাতির জন্য বয়ে আনবে মারাত্মক বিপদ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মালেকা খায়রুন্নেছার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াস সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ ও মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আহছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান।

নৌবন্দরে পরোক্ষ ধূমপানের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ২ নভেম্বর ২০২২, "নৌবন্দরে পরোক্ষ ধূমপানের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণে যাত্রা" শীর্ষক কর্মসূচি পালনের উদ্দেশ্যে সদরঘাট থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত যায় একটি বিশেষ পর্যবেক্ষণ টিম। এই

সময় চাঁদপুর জেলা প্রশাসক এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটির জেলা সভাপতি জনাব কামরুল হাসান মহোদয়ের সাথে পর্যবেক্ষণ টিমের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডাস আয়োজিত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট, এইড ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, সিসিডিএস, টিসিআরসি, বিইআর এবং সিএলপিএ।

তামাক বিরোধী যুব সাইকেল র‍্যালি

সমস্বর প্রতিবেদক: জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে গত ২ নভেম্বর ২০২২,

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের তামাক বিরোধী যুব সাইকেল র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালির মাধ্যমে বিট্রিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। উক্ত কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ। কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। যুব সাইকেল র‍্যালিটি উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের (অতিরিক্ত সচিব) পাবলিক লাইব্রেরী এর মহাপরিচালক, মো. আবু বকর সিদ্দিক। কর্মসূচিতে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন, বাংলাদেশ সাইকেল লেন বাস্তবায়ন পরিষদের সভাপতি, মো.আমিনুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচি প্রধান সৈয়দা অনন্যা রহমান, এইড ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা আবু নাসের অনিক, নাটাবের প্রকল্প কর্মকর্তা ফিরোজ আহমেদ, ন্যাশনাল ইয়ুথ লিডারশীপ ফোরাম এর সভাপতি, এ কে এম নেয়ামত উল্লাহ বাবু, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রকল্প কর্মকর্তা সামিউল হাসান এবং আজিম খান, বিডি ট্যুরিস্টের গবেষক ও লেখক, রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন সাবেকুন নাহার। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন, বাংলাদেশ সাইকেল লেন বাস্তবায়ন পরিষদ, এইড ফাউন্ডেশন, ডাস, প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংগঠন এবং ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট সমন্বিতভাবে কর্মসূচিটির আয়োজন করে।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের গাইডলাইন বাস্তবায়নে মতবিনিময় সভা

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ১৬ নভেম্বর ২০২২, ৪৬নং ওয়ার্ডস্থ কাউন্সিলর কার্যালয় (লোহারপুল জহির রায়হান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র) এ "প্রত্যাশা" মাদক বিরোধী সংগঠন ও বাংলাদেশ যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি (NATAB) এর

যৌথ উদ্যোগে "তামাক নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের গাইডলাইন বাস্তবায়নে করণীয়" শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে জনাব শহিদ উল্লাহ মিনু, প্যানেল মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে জনাব সাথী আক্তার, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-১৭ সহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও যুব সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কক্সবাজার পৌরসভার উদ্যোগে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়, ব্যবহার ও প্রচারণা নিষিদ্ধ কার্যক্রম

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ৩ নভেম্বর ২০২২, কক্সবাজার সদর হাসপাতাল এবং পৌর প্রিপ্যারেটরি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০০ মিটারের মধ্যে সকল ধরনের তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়, ব্যবহার ও প্রচারণা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন কক্সবাজার পৌরসভার সম্মানিত মেয়র জনাব মুজিবুর রহমান। কক্সবাজার পৌরসভার উদ্যোগে এইড ফাউন্ডেশন, মেয়র এলাইন্স ফর হেলদি সিটি এবং দ্যা ইউনিয়নের কারিগরি সহযোগিতায় কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়। এসময় মেয়র মহোদয়ের আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন দ্যা ইউনিয়নের টেকনিক্যাল এডভাইজার সৈয়দ মাহবুবুল আলম তাহিন, এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প পরিচালক জনাব শাগুফতা সুলতানা ও পিও আবু নাসের অনীক। মেয়র মহোদয় তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, কক্সবাজার

পৌরসভার অভ্যন্তরে সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের ১০০ মিটার এর মধ্যে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার, প্রচারণা বন্ধ করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ কতৃর্ক প্রকাশিত তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুসারে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হবে। উল্লেখ্য কক্সবাজার পৌরসভার নিজস্ব উদ্যোগে দুটি প্রতিষ্ঠানের আশেপাশের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়, ব্যবহার ও প্রচারণা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের প্রতিবেদন হস্তান্তর

সমস্বর প্রতিবেদক:গত ১৬ নভেম্বর ২০২২, খুলনা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়নে

গঠিত জেলা টাস্কফোর্স কমিটির নিকট তামাকজাত দ্রব্যের অবৈধ বিজ্ঞাপনের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এইড ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে মো. মনিরুজ্জামান তালুকদার, জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে গঠিত জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতির নিকট এই প্রতিবেনটি হস্তান্তর করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন, খুলনা এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে গঠিত জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য সচিব ডা: সুজাত আহমেদ; জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য ও উপ-পরিচালক (স্থানীয় সরকার), মো. ইউসুপ আলী; সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, অপ্রতিম কুমার চক্রবর্তী; সিয়ামের নির্বাহী পরিচালক, এডভোকেট মাসুম বিল্লাহ ও এইড ফাউন্ডেশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক। প্রতিবেদনে বলা হয়, শহরে মোট ২৩৮২ টি দোকানে অবৈধভাবে বিজ্ঞাপন প্রদর্শিত হচ্ছে। কেসিসির ৩১টি ওয়ার্ডে, তামাকজাত দ্রব্য বিক্রেতা বিপুল পরিমাণে রয়েছে এদের মধ্যে মোট ২৩৮২ জন তামাকজাত দ্রব্য বিক্রেতাকে চিহ্নিত ও তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যারা সকলেই আইন লঙ্ঘন করে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করেছে।

তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের প্রতিবেদন হস্তান্তর

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ২৩ নভেম্বর ২০২২, জেলা তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে গঠিত জেলা টাস্কফোর্স কমিটির

সভাপতি, জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঝিনাইদহ জনাব মনিরা বেগম এর নিকট আইন লঙ্ঘনে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার নিমিত্তে তামাকজাত দ্রব্যের অবৈধ বিজ্ঞাপনের একটি (ডিজিটাল ট্যাক্স ব্যান) প্রতিবেদন এইড ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে হস্তান্তর করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠন পদ্মা সমাজকল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. হাবিবুর রহমান।

তামাকজাত দ্রব্য বিক্রেতাদের লাইসেন্সিং এবং ট্যাক্স নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের প্রকৃত চিত্র চিহ্নিত করতে দ্যা ইউনিয়ন এর আর্থিক সহযোগিতায় ও এইড ফাউন্ডেশন এর প্রকল্পের আওতায় এইড ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের স্থানীয় সংগঠন পদ্মা সমাজকল্যাণ সংস্থা ও ঝিনাইদহ পৌরসভার সার্বিক সহযোগীতায় গত জুন ২০২২ খ্রি: থেকে ঝিনাইদহ পৌরসভা এলাকায় তামাকের বিজ্ঞাপন, প্রমোশন ও স্পন্সরশীপ বিষয়ক ডিজিটাল জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। জরিপে যেসকল দোকানে তামাক কোম্পানির অবৈধ বিজ্ঞাপণ প্রদর্শিত হচ্ছে তার প্রতিবেদন তালিকা প্রণয়ন করা হয়। জরিপের লক্ষ্য অনুসারে, ঝিনাইদহ পৌরসভা এলাকায় যে সমস্ত দোকানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় হয় সেখানে কি ধরনের অবৈধ বিজ্ঞাপণ প্রচার হচ্ছে সেটিও তালিকাভুক্ত করা হয়।

ডিএনসিসিতে ডাস্ প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ১২ অক্টোবর ২০২২, ডেভলপমেন্ট এ্যাক্টিভিটিস

অফ সোসাইটি (ডাস্) এর দুই সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ডিএনসিসিতে সচিব জনাব মোহাম্মদ মাসুদ আলম সিদ্দিকী ও পরিবহন মহাব্যবস্থাপক জনাব ড. মোহাম্মদ মাহে আলম স্যারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ডাসের পক্ষে প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মোয়াজ্জেম হোসেন টিপু ও পলিসি এনালিস্ট আসরার হাবীব নিপু।

গত ১১ অক্টোবর ২০২২, গাবতলিতে ভিজিলেন্স টীম পূন:গঠনের জন্য

ডেভলপমেন্ট এ্যাক্টিভিটিস অফ সোসাইটি (ডাস্) টার্মিনালের সকল সংগঠনের সাথে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করে। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ ডাসের পাবলিক পরিবহন ও টার্মিনালকে ধূমপানমুক্ত কার্যক্রমে সর্বাত্বক সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ

সমস্বর প্রতিবেদক: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো. শাহাব উদ্দিন,

এমপির সঙ্গে তার নিজ কার্যালয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের একটি প্রতিনিধি দল গত ২৩ অক্টোবর ২০২২, সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দল মন্ত্রীকে তামাক নিয়ন্ত্রণে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে করণীয় বিষয়েও আলোচনা হয়। এ বিষয়ে মন্ত্রী মহোদয় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবেন বলে জানান। সাক্ষাৎকালে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. শরিফুল ইসলাম, প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনি এবং ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস-বাংলাদেশের লিড পলিসি এডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান।

জেলা প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ২৪ নভেম্বর ২০২২, ঢাকা জেলা প্রশাসক ও সিভিল সার্জন অফিসের তত্ত্বাবধায়নে মতিঝিল ও তার আশেপাশের

এলাকায় ঢাকা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শফিকুল ইসলাম এর নেতৃত্বে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন অপসারণে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এ সময় ঢাকা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর শামসুল হক, উপ-পুলিশ পরিদর্শক শহিদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রতি জাপান টোব্যাকো ইন্ডাষ্ট্রি সারা শহরের পয়েন্ট অব সেল এবং অন্যান্য স্থানে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লংঘন করে সিগারেটের আগ্রাসী বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে তরুণদের তামাক ব্যবহারে উৎসাহী করে তুলছে। বারবার মোবাইল কোর্ট করা সত্ত্বেও তামাক কোম্পানিগুলোর এধরণের কার্যক্রম জনকল্যাণে প্রণীত রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি অবমাননা।

মোবাইল কোর্ট চলাকালীন সময়ে ৩০ জন দোকান মালিককে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫' ও (সংশোধনী) ২০১৩ এর সম্পর্কে সচেতন করা হয় এবং ৪ জন দোকান মালিককে আইন লঙ্ঘন করে অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করার অপরাধে ২০০০ টাকা জরিমানা করা হয়। উক্ত অভিযানে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের পক্ষ থেকে ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট, ডাস, নাটাব এর প্রতিনিধিবৃন্দ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সচেতনতা সৃষ্টিতে জনগণের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করেন। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে এ ধরণের ধারাবাহিক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয় ।

ধূমপান বিরোধী অভিযান পরিচালনা

সমস্বর প্রতিবেদক: ঢাকার কলাবাগানে সড়ক পরিবহন আইন ও ধূমপান বিরোধী আইন নিয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন বিআরটিএ এর

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (আদালত-৯) জনাব খোশনূর রুবাইয়াৎ। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে তিনি পাবলিক বাসের চালক ও হেল্পারদের গাড়িতে ধূমপান বিরোধী স্থায়ী সাইনেজ লাগানোর জন্য তাগিদ দেন এবং আইন অমান্যকারীদেরকে সতর্ক করে দেন। মোবাইল কোর্টে ডাস্ এবং বাটার প্রতিনিধি মোয়াজ্জেম হোসেন টিপু ও সামিউল হাসান সজীব উপস্থিত থেকে তামাক বিরোধী বিভিন্ন স্টিকার লাগানোর ক্ষেত্রে বিআরটিএকে সহযোগিতা করেন এবং সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

কোম্পানির প্রচারণা প্রতিরোধে বিক্রেতাদের প্রতি নির্দেশ প্রদান

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ১লা নভেম্বর ২০২২, সাতক্ষীরা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফাতেমা-তুজ জোহরা এর উদ্যোগে এবং এইড ফাউন্ডেশন ও মৌমাছি

সংগঠনের সহযোগিতায় তামাক কোম্পানি কর্তৃক প্রচারণা প্রতিরোধে অভিযান পরিচালনা করেন। এসময়ে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য ও মৌমাছি প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক সুশান্ত মল্লিক ও এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প কর্মকর্তা, কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক, মিডা এর নির্বাহী পরিচালক দুলাল চন্দ্র দাশ। এ কার্যক্রমে তামাকজাত দ্রব্যের মোট ৩১টি বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা কৌশল চিহ্নিত করা হয়েছে যার মধ্যে অন্যতম বিক্রয় কেন্দ্রে তামাক কোম্পানির ব্র্যান্ডিং রং ও লোগো-সংবলিত শোকেস, খালি প্যাকেট সাজানো, স্টিকার, পোস্টার, ফ্লাইয়ার, রেস্টুরেন্টে 'স্মোকিং জোন' তৈরি, নাটক, সিনেমায় ধূমপানের দৃশ্য প্রচার, জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে প্রচারণা, ভ্রাম্যমাণ ভ্যান এবং বিক্রয় কর্মী ও ক্রেতাদের বিভিন্ন উপহার প্রদান প্রভৃতি। অভিযানে আরো পরিলক্ষিত হয় ধোঁয়াবিহীন তামাক কোম্পানিগুলোও প্রচারণার ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই।

জেলা প্রশাসনের তামাক বিরোধী অভিযান অব্যাহত

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ২১ নভেম্বর ২০২২, খুলনার জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, খুলনা জনাব মো. মনিরুজ্জামান তালুকদার

মহোদয়ের নির্দেশে এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব পুলক কুমার মন্ডল মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে নগরীর খুলনা সদর থানার আওতাধীন ডাকবাংলা মোড়, পাওয়ার হাউজ মোড় এবং লঞ্চঘাট এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসন, খুলনার সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, নূরী তাসমিন উর্মি। এসময় 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫' ও (সংশোধনী) ২০১৩ এর ৫ এর (চ, ছ) ধারার অপরাধের জন্য বিধান মোতাবেক ০৩ জন ব্যক্তিকে আইন লঙ্ঘন করে অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করার অপরাধে সর্বমোট নগদ ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা জরিমানা করা হয় এবং সিগারেটের অবৈধ বিজ্ঞাপন অপসারণ করা হয়। পাশাপাশি উক্ত দোকানে "ধূমপান থেকে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ" লেখা বিষয়ক স্টিকার ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগিতা করেন বাংলাদেশ পুলিশের খুলনা সদর থানার পুলিশ সদস্যগণ ও এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প কর্মকর্তা, কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক।

খুলনায় প্রশাসনের উদ্যোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ১৫ নভেম্বর ২০২২, খুলনা জেলা প্রশাসক ও

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জনাব মো. মনিরুজ্জামান তালুকদার মহোদয়ের নির্দেশে এবং অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জনাব এস. এম. মুনিম লিংকন মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে নগরীর সোনাডাঙ্গা এলাকায় অবস্থিত রুমি ক্যামিক্যাল ওয়ার্কস নামক জর্দা কারখানায় মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন খুলনা জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, অপ্রতিম কুমার চক্রবর্তী।

এসময় 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫' ও (সংশোধনী) ২০১৩ এর ১০ ধারার বিধান লঙ্ঘনের দায়ে, এক ব্যক্তিকে নগদ ১০,০০০ (দশ হাজার মাত্র) টাকা জরিমানা করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগিতা করেন বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি এর এক চৌকশ দল এবং জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য সিয়ামের নির্বাহী পরিচালক মাসুম বিল্লাহ এবং এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প কর্মকর্তা কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক।

সাতক্ষীরাতে প্রশংসনীয় উদ্যোগ

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ২ নভেম্বর ২০২২, তামাক কোম্পানির প্রচারণা প্রতিরোধে সাতক্ষীরাতে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রেতাদের সচেতনতা সৃষ্টির

লক্ষ্যে সাতক্ষীরা শহরে (খুলনা রোড, মিল বাজার আমতলা, নারিকেলতলা, বালিথা, ফিংড়ী, সিমুলবাড়িয়া বাজার) সাতক্ষীরা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রেরণকৃত চিঠি বিতরণ করা হয়। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বিক্রেতারা দোকান থেকে সিগারেট কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞাপন অপসারণ করে।

বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে অভিযান

সমস্বর প্রতিবেদক: তামাক কোম্পানিগুলো সুকৌশলে তরুণদের তামাকে আকৃষ্ট করার জন্য স্কুল ও কলেজের আশেপাশে দোকানগুলোতে বিভিন্ন

ধরণের বিজ্ঞাপন প্রচার করছে। যার মাধ্যমে কিশোর ও তরুণরা অল্প বয়সেই ধূমপানে আসক্ত হচ্ছে এবং পরবর্তীতে অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্য ব্যবহারে জড়িয়ে পড়ছে। বিষয়টি নজরে এনে খুলনা জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে এ ধরণের বিজ্ঞাপন অপসারণের জন্য ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইনে মোবাইল কোর্ট জোরদার করা হয়েছে। গত ৩০ অক্টোবর ২০২২, দুপুরে নগরীর খুলনা পাবলিক কলেজ এবং নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ এর সামনের এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন খুলনা জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, হামিদা মুস্তফা। এসময় ৪ বিক্রেতাকে আইন লঙ্ঘন করে তামাকজাত দ্রব্যের অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করার অপরাধে এক হাজার ছয় শ' টাকা জরিমানা করা হয় এবং সিগারেটের অবৈধ বিজ্ঞাপন অপসারণ করা হয়। প্রসঙ্গত, সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে সকল ধারণের তামাকজাত দ্রব্যের দোকান নিষিদ্ধ।

সিরাজগঞ্জে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে অভিযান

সমস্বর প্রতিবেদক: সিরাজগঞ্জে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রন) আইন ২০০৫ এর অধীনে শহরের গোশালা অবস্থিত মেসার্স তরী

এন্টারপ্রাইজ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রঞ্জন বসাক(৫৮) কে ৭০,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়। উক্ত আইনের ৫ ধারার অপরাধে বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাসুম বিল্লাহ এই জরিমানা করেন। এসময় তাদের গোডাউনে বিপুল পরিমাণ তামাকজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। এসময় অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ডেভেলপমেন্ট ফর ডিজএ্যাডভান্টেজড পিপল (ডিডিপি) এর নির্বাহী পরিচালক কাজী সোহেল রানা।

গাজীপুরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে অভিযান

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ২৯ অক্টোবর ২০২২ তারিখে গাজীপুর জেলার নগর ভবনের পাশে সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও নির্বাহি ম্যাজিস্ট্রেট তানিয়া তাবাসসুম এর নেতৃত্বে একটি মোবাইল কোর্ট করা হয়। উক্ত মোবাইল কোর্টে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেওয়ার অপরাধে ধূমপান ও

তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ (সংশোধিত -২০১৩) এর ৫(ছ) ধারা মোতাবেক ২ জন দোকানদারকে (২০০০+২০০০) মোট ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং কিছু দোকানদারকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে অবগত করা হয়। উক্ত সময়ে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর ডিসি অফিসের পেশকার, জেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মো. খাদেমুল ইসলাম ও গাজীপুর জেলার ৩ সদস্যের আনসার টিমসহ নাটাবের প্রোগ্রাম অফিসার মো. শাহিনুর রহমান।

তামাকের বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের অভিযান অব্যাহত

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ২২ অক্টোবর ২০২২, টাঙ্গাইল জেলার পার্ক বাজারে ও স্টেডিয়ামের পাশে বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিনথিয়া হোসেন

এর নেতৃত্বে একটি মোবাইল কোর্ট করা হয়। উক্ত মোবাইল কোর্টে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেওয়ার অপরাধে ২ জন দোকানদারকে (১০০০+৫০০) মোট ১ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয় এবং অনেক দোকানদারকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে অবগত করা হয়। উক্ত সময়ে উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল ডিসি অফিসের পেশকার মো. মিজানুর রহমান মিজান, সদর উপজেলার স্যানিটারী ইন্সপেক্টর সাহেদা বেগম ও টাঙ্গাইল জেলা পুলিশ প্রশাসনসহ নাটাবের প্রোগ্রাম অফিসার মো. শাহিনুর রহমান।

ধামরাইয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মশালা

গত ৩০ নভেম্বর ২০২২, লাইফস্টাইল হেলথএডুকেশন এন্ড প্রমাশন স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো মহাখালী ঢাকার আয়োজনে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে

জনসচেতনতা লক্ষ্যে ধামরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মিলনায়তনে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও প:প: কর্মকর্তা ডা: নূর রিফাত আরার সভাপতিত্বে ও ঢাকার সিভিল সার্জন অফিসের সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা মো: মহসিন মিয়ার সঞ্চালনায় উক্ত কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন, ধামরাই পৌর মেয়র গোলাম কবির মোল্লা, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাড. সোহানা জেসমিন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডা: আহমেদুল হক তিতাস, অর্থোপেডিক সার্জন ডা: হাবিবুর রহমান, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা: সোহেল রানা, ইমান ইয়াসীন আনসারী, সাংবাদিক নবীন চৌধুরী ও কায়সার জানসহ আরো অনেকে । **সৌজন্যে: নিউজ ৭১ অনলাইন**

বিআরটিএ এর উদ্যোগে চালকদের প্রশিক্ষণ

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন (সংশোধিত-২০১৩) এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথোরিটি-বিআরটিএ এর উদ্যোগে ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের সহযোগিতায় রাজধানীর জোয়ার সাহারা বিআরটিসি বাস ডিপোতে নভেম্বর ২, ১৬ ও ২৩, ২০২২ তিন ধাপে মোট ৫৭০ জন গণ-পরিবহন চালককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

পেশাজীবি গাড়ি চালকদের পেশাগত দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ শিরোনামে আয়োজিত প্রশিক্ষণে পেশাদার গাড়ী চালকদের মাঝে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য ক্ষতি বিষয়ক তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার অদুত রহমান ইমন। প্রশিক্ষণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপানের কুফল, স্বাস্থ্য ঝুঁকি, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে গণপরিবহন চালকদের (বাস, সিএনজি, লেগুনা, টেম্পু) অবহিত করা হয়।

সৈজন্যে : ঢাকানিউজ২৪.কম

তামাকজাত দ্রব্যের ব্যাবহার নিয়ন্ত্রণে কর্মশালা

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ২৭ নভেম্বর ২০২২, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আলমাছ হোসেনের সভাপতিত্বে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সভাকক্ষে তামাকজাত দ্রব্যের বিরুদ্ধে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কর্মশালায় অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. তানভীর আহম্মেদ, ডা.শাহ মো. আনসারী, ডা.মঞ্জুরুল হক, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক আবদুর রউফ তালুকদার, জাওয়ার ইউপির চেয়ারম্যান ইমদাদুল হক রতন, দিগদাইড় ইউপির চেয়ারম্যান আশরাফুল ইসলাম আসাদ, তালজাঙ্গা ইউপির চেয়ারম্যান জাহেদ ভূঁইয়া, স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মী, বিভিন্ন ইউপির সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।

হবিগঞ্জে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কর্মশালা

গত ২৭ নভেম্বর ২০২২, হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সভা কক্ষে লাইফ স্টাইল, হেল্থ এডুকেশন প্রমোশন স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর যৌথ উদ্যোগে লাখাইয়ে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. তাজরিন মজুমদার এর সভাপতিত্বে ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টর বিধান চন্দ্র সোমের সঞ্চালনায় সভা বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন অত্র হাসপাতালের ডা. মঞ্জুরুল আহসান, মেডিকেল অফিসার ইয়াকুন সরকার।

এ কর্মশালায় আরো বক্তব্য রাখেন বামৈ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হাজী আজাদ হোসেন ফুরুক, বামৈ ইউনিয়নের আ'লীগ সভাপতি আব্দুল আহাদ, লাখাই উপজেলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি আলহাজ্ব বাহার উদ্দীন, লাখাই উপজেলা প্রেসক্লাব সভাপতি আবুল কাশেম, ইউপি সদস্য শাহ নেওয়াজ, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মসজিদের ইমাম মাওলানা ইউনুস আহমদ প্রমুখসহ বিভিন্ন পেশাজীবির ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় বক্তারা তামাক ও ধূমপানের বিভিন্ন ক্ষতিকারক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম নির্দেশিকা বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ কর্মশালা

ঝালকাঠি প্রতিনিধিঃ গত ১২ অক্টোবর ২০২২, গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটি ও নলছিটি মডেল সোসাইটির যৌথ আয়োজনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের

তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ পর্যবেক্ষণ এবং বাস্তবায়নের জন্য পদ্ধতিসমূহ সক্রিয় করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট সংক্রান্ত একটি কর্মশালা নলছিটি পৌরসভা হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন নলছিটি পৌরসভার মেয়র আ.ওয়াহেদ খাঁন। সভায় সভাপতিত্ব করেন নলছিটি মডেল সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক মো. খলিলুর রহমান মৃধা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন নলছিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আর এম ও ডা. রাছেল ডালি ও নলছিটি উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের সাবেক ডেপুটি কমান্ডার নলছিটি পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তাজুল ইসলাম দুলাল চৌধুরী। উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন নলছিটি সমাজ উন্নয়ন কমিটির সভাপতি ও পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো.ফিরোজ আলম, সুজন সুশাসনের জন্য নাগরিক নলছিটি উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও সাংবাদিক মো.আমির হোসেন, নলছিটি সরকারি ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক মল্লিক মনিরুজ্জামান। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো.মাহমুদ আলম জোমাদ্দার, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাইমুন্নাহার, পৌর কাউন্সিলর মো. রেজাউল চৌধুরী ও নলছিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্যানিটারী ইন্সপেক্টর সৈয়দা মাহফুজা বেগম প্রমুখ। **সৌজন্যেঃ ক্রাইম নিউজ**

টাঙ্গাইলে আইন বাস্তবায়নে মতবিনিময় সভা

গত ১৮ অক্টোবর ২০২২ , তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে টাঙ্গাইল পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। টাঙ্গাইল পৌরসভায় মেয়রের কক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি (নাটাব) টাঙ্গাইল জেলা শাখার উদ্যোগে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন, টাঙ্গাইল পৌরসভার মেয়র এসএম সিরাজুল হক আলমগীর। নাটাব টাঙ্গাইল জেলা শাখার সভাপতি

এডভোকেট খান মোহাম্মদ খালেদের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় আলোচনায় অংশ নেন টাঙ্গাইল পৌরসভার সচিব শাহনেওয়াজ পারভীন, এইড ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম অফিসার আবু নাসের অনিক, নাটাবের প্রজেক্ট ম্যানেজার ফিরোজ আহমেদ, স্মরণীর নির্বাহী পরিচালক মঞ্জু রানী প্রামানিক, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) টাঙ্গাইল শাখার সাধারণ সম্পাদক তরুণ ইউসুফ প্রমুখ। সভায় নাটাবের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বক্তারা তামাক নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন দিক তুলেন ধরেন। **সৌজন্যেঃ আলোকিত প্রজন্ম**

নবীগঞ্জে তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা সৃষ্টিতে কর্মশালা

সমস্বর প্রতিবেদকঃ গত ৩০ নভেম্বর ২০২২, নবীগঞ্জে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আয়োজনে মানবদেহে তামাক সেবন, ধূমপান ও নেশা জাতীয়

দ্রব্য আসক্তির প্রতিকারে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে একদিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের হলরুমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুস সামাদের সভাপতিত্বে ও আরএমও ডা. চম্পক কিশোর সাহা সুমনের পরিচালনায় অনান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন জেলা স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার কলিম উল্লাহ শিকদার, ডা. মইনুল ইসলাম, নবীগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি রাকিব হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. আলমগীর মিয়া, দৈনিক হবিগঞ্জ সময় পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সেলিম তালুকদার, এনজিও কর্মী মির্জা তকমিনা বেগম, কমিনিটি ক্লিনিক নেতা আব্দাল মিয়া তালুকদার, ইউপি সদস্য সখিনা খাতুন। আলোচনা সভা শেষে প্রজেক্টরের মাধ্যমে সেমিনারে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে তামাক জাতীয় দ্রব্যের ক্ষতিকারক বিষয়াদি উপস্থাপনা করেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ডা. রাশেদ খান। **সৌজন্যে : নিউজ ৭১ অনলাইন**

খুলনা রেলওয়েকে ধূমপানমুক্ত করতে মতবিনিময় সভা

সমস্বর প্রতিবেদকঃ গত ২ অক্টোবর ২০২২, খুলনা রেলওয়ে জেলার

অধিনে পোড়াদহ রেলওয়ে থানার নবাগত ওসি মোহা. এমদাদুল হক এর সাথে সাফ এর নির্বাহী পরিচালক ও জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য মীর আব্দুর রাজ্জাকের এক মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। এসময় সাফ এর নির্বাহী পরিচালক ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় কোন পুলিশ সদস্য যেন ধূমপান না করেন এবং পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে সকলকে ধূমপান থেকে বিরত থাকার বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি আরো বলেন, ধূমপান এর পরিবর্তে সেই অর্থ যেন পরিবারের সকল সদস্যের সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ব্যয় করা যায় সে বিষয়ে জনগণকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। ট্রেনে যেন কেউ তামাকজাতদ্রব্য বিক্রয়, বহন ও গ্রহণ না করে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা জরুরি। **সৌজন্যে: দৈনিক দেশতথ্য**

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন কমিটির ত্রৈমাসিক সভা

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ২৭ নভেম্বর ২০২২, লালমনিরহাট পাটগ্রাম উপজেলায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন কমিটির আয়োজনে ত্রৈমাসিক

সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা শহীদ আফজাল মিলনায়তনে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাজমুল হক সুমনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য) কাজী জেবুন্নেছা বেগম।

কিশোরগঞ্জে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মশালা

গত ২৭ নভেম্বর ২০২২, কিশোরগঞ্জ জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ে নেতৃস্থানীয় আলেম, সাংবাদিক ও এনজিও কর্মীদের নিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ

বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কিশোরগঞ্জ এর ডেপুটি সিভিল সার্জন এস. এম.তারেক আনাম উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডা. চৌধুরী শাহরিয়ার। সভায় বক্তব্য রাখেন কিশোরগঞ্জ ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাইফুল হক, হাসিনা হায়দার চামেলী, সাংবাদিক মোস্তফা কামাল, আলম সারোয়ার টিটু, ব্র্যাক জেলা সমন্বয়কারী শফিকুল ইসলাম, জেলা সমন্বয়কারী ফরিদুল আলম, সিনিয়র হেলথ্ এডুকেশন অফিসার মো. ওবায়েদুল হক, তামাক নিয়ন্ত্রণ সংগঠন কাইডস্ প্রতিনিধি শাহ সারওয়ার জাহান, পেশ ইমাম মাওলানা মাহফুজুর রহমান।
সৌজন্যে : ভিন্নবার্তা ডটকম

উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির ত্রৈ-মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৪ নভেম্বর ২০২২, পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় উপজেলা অডিটরিয়ামে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলা মাসিক আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক সভা ও উপজেলা পরিষদের মাসিক সমন্বয় সভা এবং একই সভাকক্ষে উপজেলা

প্রশাসন ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর আয়োজনে উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির ত্রৈ-মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক এ সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক সীমা রানী ধর। উপজেলা পরিষদের মাসিক সমন্বয় সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা চেয়ারম্যান মো. মিরাজুল ইসলাম এবং উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির ত্রৈ-মাসিক সভার সভাপতিত্ব করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: কামাল হোসেন মুফতি। পৃথক এসব সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মশিউর রহমান মৃধা, সহকারী কমিশনার (ভূমি) রোমানা আফরোজ, ভান্ডারিয়া নবাগত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসিকুজ্জামান, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: কামাল হোসেন মুফতী, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর স্টেশন কর্মকর্তা পারভেজ আহাম্মেদ পলাশ, এলজিইডি প্রকৌশলী মো. বদরুল আলম, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. নাসীর উদ্দিন খলিফা, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফাইজুর রশিদ খশরু জোমাদ্দার, ইউপি চেয়ারম্যান মো. সিদ্দিকুর রহমান টুলুসহ আরো অনেকে। এসময় ইউপি চেয়ারম্যানগণ, উভয় কমিটির সরকারি, বেসরকারি সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। **সৌজন্যে: দৈনিক আজকালের সংবাদ**

তামাক চাষ পরিহারে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সভা

গত ১৩ নভেম্বর ২০২২, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে সকালে উপজেলা কৃষি অফিস মিলনায়তনে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে রবি মৌসুমে সরিষা, ভুট্টা ও সূর্যমুখী উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হয়।

উক্ত কর্মসূচিতে চট্রগ্রাম জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম বলেন, তামাক আমাদের স্বাস্থ্য ও চাষাবাদের জমির জন্য খুবই ক্ষতিকর। তামাক চাষে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়। তামাক চাষ পরিহার করতে হবে। মাটিরাঙ্গার জমি সব্জি চাষের জন্য খুবই উপযোগী। তামাকের পারিবর্তে সবজি চাষ করলে লোকাল চাহিদা মিটিয়ে জেলার বাহিরে বিক্রি করা যাবে। সভায় মাটিরাঙ্গা উপজেলা কৃষি অফিসার মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গুইমারা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা অংকর বিশ্বাস, মাটিরাঙ্গা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সুমিত বণিক, কৃষি উপ-সহকারী কর্মকর্তা আমির হোসেন, আমজাদ হোসেন, জয়নাল আবেদিন, কৃষক ও সাংবাদিকগণ। **সৌজন্যে: পার্বত্য নিউজ**

তামাকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন ও ই-সিগারেট

ই-সিগারেটের বিষয়টি অনেকের কাছে নতুন মনে হলেও কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশে অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি হচ্ছে এবং শহরের তরুণদের মধ্যে 'জনপ্রিয়' হয়ে উঠেছে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ইউটিউব ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই ই-সিগারেটের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অবগত না হয়েই এর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। ধুমপান ছাড়ার চেষ্টা করা শুধুমাত্র নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি নির্ভর হওয়া খুব যুক্তিসংগত কাজ নয়, তাতে অন্য আরেকটি পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ে। তামাকজাত দ্রব্য সেবন স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর এই কঠিন সত্য কথাটি সকলেই বোঝেন। এর জন্যে নতুন তথ্য উপাত্ত হাজির করে প্রমাণ করতে হবে না। বছরে ১,২৬,০০০ মানুষ তামাকজনিত স্বাস্থ্য সমস্যায় মৃত্যুবরণ করে; দেড় লক্ষের অধিক মানুষ নানা রোগে ভুগছে। খোদ তামাক কোম্পানি নিজেরাও বিভিন্নভাবে তা স্বীকার করে; কিন্তু এর মাধ্যমে যে মুনাফা আসে সেটার লোভ তারা সামলাতে পারে না। তাই তামাক সেবনে মানুষের মৃত্যু হয় জেনেও এই ব্যবসা কোন কোম্পানি বন্ধ করছে না।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দেশে আইন করে তামাক সেবন নিয়ন্ত্রণ করছে। তামাক শুধু মৃত্যুও কারণ নয়, তামাক সেবনে অসংক্রামক রোগ, বিশেষ করে স্ট্রোক হওয়া, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, কিডনি রোগ ইত্যাদি ক্রমাগতভাবে বেড়ে যাচ্ছে এবং অল্প বয়সেই রোগাক্রান্ত হয়ে দুঃসহ জীবন যাপন করছে সেবনকারীরা। পরিবারের ওপর বিশাল এক অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করছে।

এসবই জানা কথা। করোনা মহামারি আকারে হাজির হলেও এখন পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা ২৯,৪৩৯। অথচ এর পেছনে সারা বিশ্বে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে, দেশের স্বাস্থ্যসেবা ঢেলে সাজানো হচ্ছে। তামাক নিয়ন্ত্রণের কাজও হচ্ছে এবং এই কারণে ধূমপায়ীদের সংখ্যা কিছুটা কমেছে; কিন্তু এখনো দেশের তিন ভাগের এক ভাগ প্রাপ্তবয়স্ক জনগণ (৩৫.৩%) ধূমপানসহ নানা ধরণের ধোঁয়াবিহীন তামাক (জর্দা, গুল, সাদাপাতা) সেবন করছে এবং ক্রমাগতভাবে অসুস্থ হচ্ছে।

আমাদের দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণীত হয়েছে ২০০৫ সালে। এই আইন প্রণয়নের সময় দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য সামাজিক পর্যায়ে সচেতনতা তেমন ছিল না, এবং কোন নির্দিষ্ট ও সংগঠিত আন্দোলনও ছিল না। কিন্তু ২০১০ সাল থেকে বিভিন্ন সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে এগিয়ে আসে। সেটা করতে যেয়ে আইনের দুর্বলতাগুলো দৃশ্যমান হয়। ফলে দাবি ওঠে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের।

বিশেষ করে নারী সংগঠনগুলো প্রশ্ন তুলে যে, ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনকারীর সংখ্যা ধূমপায়ীদের তুলনা বেশি হলেও এই তামাকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের জন্যে আইনে তেমন সুযোগ নেই। এই প্রেক্ষিতে ২০১৩ সালের আইন সংশোধনের সময় তামাক দ্রব্যের সংজ্ঞায় জর্দা, গুল ও সাদাপাতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটা ছিল ২০১৩ সালের আইন সংশোধনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

কিন্তু আরো অনেক বিষয় এখন দেখা যাচ্ছে যা বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন দ্বারা সমাধান করা যাচ্ছে না। বিশেষ করে তামাক কোম্পানি যেভাবে সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর হস্তক্ষেপ করছে তা আন্তর্জাতিক কনভেনশান এফসিটিসি'র লংঘন হলেও জাতীয় আইনে না থাকায় সে সুবিধা কোম্পানি নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, সিগারেট জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে বলে নিত্য নতুন নিকোটিনযুক্ত তামাক দ্রব্য বাজারে ছাড়ছে এবং এর পক্ষে প্রচার করছে। এই নতুন তামাকদ্রব্যের কথা বিদ্যমান আইনের সংজ্ঞায় না থাকায় এই দ্রব্য অবাধে বিক্রয় হতে পারছে।

এরমধ্যে বাংলাদেশে এখন যে নতুন তামাকদ্রব্য আসছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ই-সিগারেট বা ইলেকট্রনিক সিগারেট। এই প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০১৩ সনে সংশোধিত) এর অধিকতর সংশোধনী হতে যাচ্ছে খুব শীঘ্রই। এর জন্যে তামাক নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত সংগঠনগুলো সরকারের সাথে মিলে খসড়া চূড়ান্ত করেছে এবং আশা করা যায় কেবিনেটের অনুমোদন দ্রুত পেয়ে যাবে।

এর মধ্যে ই-সিগারেটের বিষয়ে সু-নির্দিষ্টভাবে যে প্রস্তাব আছে তা হচ্ছে ইলেকট্রনিক নিকোটিন ডেলিভারি সিস্টেম, ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা। " কোনো ব্যক্তি ইলেকট্রনিক নিকোটিন ডেলিভারি সিষ্টেম, সেটির যন্ত্রাংশ বা অংশবিশেষ (ই-সিগারেট, ভেপ, ভেপিং, ভেপার ইত্যাদি) হিটেড টোব্যাকো প্রডাক্টস, হিট নট বার্ণ এবং ওরাল পাউচ যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি, সংরক্ষণ, বিজ্ঞাপন, প্রচার-প্রচারণা, প্রণোদনা, পৃষ্ঠপোষকতা, বিপণন, বিতরণ, ক্রয়-বিক্রয়, ও পরিবহন করবেন না বা করাবেন না"। এই প্রস্তাবের মধ্যে সকল ধরণের ইলেকট্রনিক নিকোটিন ডেলিভারি সিষ্টেমকে আইনের আওতায় আনতে পারবে। কিন্তু কোম্পানিগুলো এই সংশোধনীতে বাধা দিচ্ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সিগারেটের বিকল্প হিসেবেও এই তামাকদ্রব্য প্রয়োজন বলে প্রচার করছে। অর্থাৎ সিগারেট ছাড়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে এমন ধারণা দিচ্ছে। কিন্তু সিগারেট ছাড়লেও নিকোটিন বা তামাক কোনটাই ছাড়া হবে না ই-সিগারেটের মাধ্যমে।

সহজ কথায় ই-সিগারেট এমন একটি ডিভাইস যেখানে নিকোটিনযুক্ত তরল দ্রব্য হিট, যা গরম করা হয়। এর থেকে নির্গত এরোসল বা তরলের শক্ত কণা ফুসফুসের ভেতর প্রবেশ করে। এই এরোসলের মধ্যে ক্ষতিকর ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদান রয়েছে যেমন ফরমাল্ডিহাইড, এসিটেল্ডিহাইড, লেড এবং নিকেল। ফলে ই-সিগারেট সেবনে শ্বাসযন্ত্র এবং কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া সিগারেটের মতোই ই-সিগারেটেও নিকোটিন আছে কাজেই নেশা তৈরি করতে পারে। ই-সিগারেটের নিকোটিন তামাক পাতা থেকে নিষ্কাশন করে নেয়া হয় এবং এই তামাক পাতা উৎপাদনে পরিবেশ দূষণ ও মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি রয়েছে। ই-সিগারেটের ডিভাইসে একটা লিথিয়াম ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়। এই ব্যাটারিতে লিথিয়াম, তামা এবং এ্যালুমিনিয়ামের মতো খনিজ পদার্থ ব্যবহার করা হয়। সম্প্রতি প্রকাশিত জার্মানির আনফেয়ারটোব্যাকো ডটকম এর 'ই-সিগারেট সাপ্লাই চেইন: এনভায়রনমেন্ট, হিউম্যান রাইটস' শীর্ষক তথ্যচিত্রে এই তথ্য দেওয়া হয়েছে।

তাই তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের প্রস্তাবে ই-সিগারেট যুক্তিসংগত কারণেই নিষিদ্ধ বা ব্যান করার প্রস্তাব এসেছে। আইন সংশোধনের খসড়ায় ই-সিগারেট ব্যবহারের জন্য ৫০০০ টাকা জরিমানা করা প্রস্তাব করা হয়েছে। ই-সিগারেট উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি, গুদামজাত করা, বিক্রি এবং স্থানান্তর করা নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। অমান্য করলে ৬ মাসের জেল অথবা ২ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হবে। একাধিক বার আইন অমান্য করলে শাস্তি দ্বিগুণ হবে [সূত্র: দ্যা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ২৭ জুন ২০২২]।

এদিকে আইন সংশোধনী খসড়া ২০২২ সালের জুন মাসে সংবাদ মাধ্যমে প্রচার হবার পর থেকে ই-সিগারেট এবং ভেপিং এর পক্ষে জোর তদবীর শুরু হয়ে গেছে। বাংলাদেশ- বেসড ভয়সেস অব ভেপার্স নামক একটি সংগঠন 'সেভ ভেপিং, সেভ বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি ওয়েবিনারে ই-সিগারেট, ভ্যাপিংসহ হিটেড টোব্যাকো নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তারা তামাক নিয়ন্ত্রণে নিযুক্ত সংগঠন সমুহের ভাষার সাথে মিল রেখে হাস্যকরভাবে দাবি করছে, এগুলো নিষিদ্ধ হলে ২০৪০ সালে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জন করা সম্ভব হবে না। ওয়েবিনারের রিপোর্ট করেছে ডেইলি স্টার পত্রিকা [৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২]।

তবে এই বিষয় নিয়ে জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, ইউকেসহ বিভিন্ন দেশে গবেষণা হয়েছে সেগুলো নিয়ে বাংলাদেশেও আলোচনা হওয়া উচিত। ধূমপান ছাড়ার চেষ্টা করা শুধুমাত্র নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি নির্ভর হওয়া খুব যুক্তিসংগত কাজ নয়, তাতে অন্য আরেকটি পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ে। বরং আসক্ত ধূমপায়ীদের পরামর্শ দান করা, তাদের স্বাস্থ্য ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন করা বেশি কার্যকর এবং দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

তাছাড়া তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে তামাক সেবন, বিক্রি, উৎপাদন এর ওপর যে সব বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে তাও কার্যকর হচ্ছে এবং হবে। দাম বাড়লে ব্যবহার কমবে, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ আনলেও সরবরাহ হ্রাসের মাধ্যমে ব্যবহার কমানোতে প্রভাব পড়বে। তামাক দ্রব্যের ওপর করারোপ একটি কার্যকর পদ্ধতি। কিন্তু এসব ছেড়ে নিকোটিন কেন্দ্রিক থেরাপির দিকে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণেই সমাধানের বিষয়টি তুলে দেয়া, সেটা একেবারেই সঠিক নীতি নয়। আইন সংশোধনের কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে। আশা করছি ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশ একটি উদাহরণ সৃষ্টি করবে।

লেখক: *ফরিদা আখতার, প্রাবন্ধিক ও মানবাধিকার কর্মী*

সৌজন্যে: *বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*

নতুন মোড়কের পুরাতন বিষে আকৃষ্ট হচ্ছে তরুণ সমাজ

ধূমপানের আসক্তি থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই তামাকজাত পণ্যের বিকল্প হিসাবে ই-সিগারেটের প্রতি আসক্ত হচ্ছেন। অথচ, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, ই-সিগারেট বরং সিগারেটের চেয়ে আরও বেশি ক্ষতিকর। জনস্বাস্থ্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বর্তমান সরকার সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের পাশপাশি নানামুখী কৌশলপত্র ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত এসকল পদক্ষেপের ফলে শিশু ও মাতৃমৃত্যু এবং বিভিন্ন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন অসংক্রামক রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ও এই সংখ্যার ঊর্ধ্বগতি খুবই উদ্বেগজনক। বাংলাদেশে অসংক্রামক রোগসমূহ নীরব মহামারী হিসেবে ছড়িয়ে পড়ছে। তামাকের ব্যবহার এসকল অসংক্রামক রোগের অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে বিবেচিত। পরিস্থিতি মোকাবেলায় তামাকের ব্যবহার কমাতে বর্তমান সরকার নানা প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সম্প্রতি ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০০৫ সংশোধনের খসড়ায় ই-সিগারেটের উৎপাদন ও বিপণন নিষিদ্ধের বিধান যুক্ত করা হয়েছে যা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।

বাংলাদেশের জনগণকে তামাকের ভয়াবহতা থেকে রক্ষার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। এই লক্ষ্য পূরণে আইন সংশোধনের পাশাপাশি সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে তামাকের ব্যবসা এবং ব্যবহার ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে যাবে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য আগাম প্রস্তুতি হিসাবে কোম্পানিগুলো নতুন অস্ত্রের ব্যবহার শুরু করেছে। এই নতুন অস্ত্রের নাম হলো হিট-নট-বার্ন বা ই-সিগারেট।

সিগারেট, বিড়ির মতো ক্ষতিকর দ্রব্য নিয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায়, এখন তামাক কোম্পানিগুলো ই-সিগারেট নামক নতুন পণ্যে তরুণদের আকৃষ্ট করতে চাচ্ছে। ই-সিগারেট তামাকজাত দ্রব্যের মতই ক্ষতিকর। বাংলাদেশে এ পণ্যের ব্যবহার এখনও খুবই সীমিত। বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনাকারী বিদেশী তামাক কোম্পানিগুলো সুকৌশলে তরুণদের ই-সিগারেট ব্যবহারে নানা প্রচারণা চালাচ্ছে। ফলে, বিভিন্ন বয়সী মানুষ বিশেষ করে তরুণরা ই-সিগারেটকে অনেকটা ফ্যাশন হিসেবে ব্যবহার করছে। ভারত, শ্রীলঙ্কা, ভুটানসহ বিশ্বের প্রায় অর্ধশতাধিক দেশে ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশেও এটি নিষিদ্ধের এখনই উপযুক্ত সময়।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে:

- সিগারেটের তুলনায় ই-সিগারেট থেকে নিকোটিন বেশি পরিমাণে নির্গত হয়। এতে আসক্তি বাড়ে।
- নিকোটিন ফুসফুসের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক। ভ্যাপ জুসে রাসায়নিক উপাদান বেশি থাকায় এটি সেবনে ফুসফুসের আরও বেশি ক্ষতি হয়। তাই এখনই সরকারের উচিত এর বাজারজাত নিষিদ্ধ করা।
- যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ই-সিগারেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে এগুলোর ফ্লেভার বা স্বাদ প্রধান ভূমিকা পালন করে।

ক্ষতি কমানো ও ধূমপান ত্যাগের উপকরণ হিসেবে সিগারেটের বিকল্প হিসেবে ইলেক্ট্রনিক সিগারেট বাজারজাত করা হলেও এটি আসলে একটি নেশা সৃষ্টিকারী পণ্য। গবেষণায় দেখা গেছে মাত্র ০.০২ শতাংশেরও কম মানুষ ই-সিগারেট ব্যবহার করে ধূমপান ছাড়তে পেরেছেন। ইউএস সার্জন জেনারেল রিপোর্ট অনুযায়ী, ই-সিগারেট ব্যবহারে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক ও ফুসফুসের ক্ষতি হতে পারে। জাপানে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে ই-সিগারেট সাধারণ সিগারেটের চেয়ে ১০ গুণ বেশি ক্ষতিকারক। ই-সিগারেটের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে ভারতসহ বিশ্বের ৪২ দেশ তাদের দেশে ই-সিগারেটকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছে এবং আরও ৫৬ দেশ এই পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, ই-সিগারেটের ধোয়া নির্গমনে সাধারণত নিকোটিন এবং অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হয় যা ব্যবহারকারী এবং অব্যবহারকারী উভয়ের জন্যই ক্ষতিকারক। ই-সিগারেটের ব্যবহার পরবর্তীতে অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্যের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি করে। নিকোটিন ছাড়া এতে সরাসরি ব্যবহৃত কেমিক্যালের মধ্যে থাকে প্রোপাইলিন গ্লাইকল, গ্লিসারল ও বিভিন্ন ফ্লেভার। এছাড়া, ই-সিগারেটে ব্যবহৃত কিছু লিকুইডে গাঁজার মূল উপাদান (THC) এবং ভিটামিন ই অ্যাসিটেটের প্রমাণ মিলেছে। সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে ইলেকট্রনিক নিকোটিন ডেলিভারি সিস্টেম ব্যবহার করলে হৃদরোগ এবং ফুসফুসের রোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে। এমনকি ই-সিগারেট ব্যবহারের ফলে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি পাঁচগুণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, তরুণ সমাজকে নেশামুক্ত রাখতে হলে ই-সিগারেট সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি এই পণ্য উৎপাদনে বিদেশী বিনিয়োগ নিষিদ্ধের জোর দাবি জানাই।

লেখক: *মিঠুন বৈদ্য, উন্নয়নকর্মী ও কলামিস্ট*

সৌজন্যে: *খোলা কাগজ*

Book Post

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী **সাইফুদ্দিন আহমেদ** কর্তৃক 'বাড়ি নং ১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়ের বাজার, ঢাকা ১২০৭' থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফোন: ৮৮-০২-৫৫০১৬৪০৯, ০১৫৫২-৪৯৩৫১৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮৬২৯২৭১, ই-মেইল: infobatabd@gmail.com, info@bata.net.bd ওয়েব: www.bata.net.bd